

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সোনম ওয়াংচুককে সরানোর ঘটনায় সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ দিল্লির যন্ত্রমন্ত্ররে অনশনরত পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। দীর্ঘদিন এই আন্দোলন থেকে দূরত্ব বজায় রাখার পর এবার প্রকাশ্যে ওয়াংচুকের পাশে দাঁড়ালেন তিনি। দিল্লি পুলিশের পদক্ষেপের সমালোচনা করে রাহুলের দাবি, অহিংস পথে আন্দোলনরত একজন মানুষকে এভাবে সরিয়ে নেওয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। শনিবার সকালে সোনম ওয়াংচুককে যন্ত্রমন্ত্রর থেকে হাসপাতালে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়, চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং আদালতের নির্দেশ মেনেই তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের একাংশ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। রাহুল গান্ধী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, অহিংসার পথে আন্দোলনরত সোনম ওয়াংচুককে যন্ত্রমন্ত্রর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ভুল। তাঁর অভিযোগ, সরকারের নীতি অসত্য ও হিংসার উপর নির্ভরশীল। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বলপ্রয়োগ করে দেশের যুবসমাজের প্রশ্নকে চেপে রাখা যাবে না। রাহুল আরও বলেন, প্রশ্রুফাঁস, শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি এবং পড়ুয়ারের আত্মহত্যার মতো বিষয়গুলি দেশের ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যাপ্তগুলি নিয়ে যারা আত্মোজ তুলছেন, তাঁদের কঠোরতা করা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। উল্লেখযোগ্য বিষয়, সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের শুরুতে বিরোধী শিল্পিরের সমর্থন খুব বেশি দেখা যায়নি। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন তাঁর দাবির পাশে দাঁড়াতে শুরু করে। এতদিন রাজনৈতিক কারণে এই আন্দোলন থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন রাহুল গান্ধী বলেই মনে করা হচ্ছিল।

অধিকৃত কাশ্মীরে হিংসা নিয়ে উদ্বেগ রাষ্ট্রসংঘের

য়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) চলমান অস্থিরতা ও হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল রাষ্ট্রসংঘ। সাম্প্রতিক বিক্ষোভে একাধিক মৃত্যুর খবর সামনে আসার পর রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দফতর পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার তলকার টুর্কের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জুন মাস থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই বিক্ষোভকারী হলেও কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যুর খবরও রয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত করতে সব পক্ষকেই সংযত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে তলকার টুর্ক বলেন, বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য- উভয় পক্ষের মৃত্যুর ঘটনাই দ্রুত, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন।

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

দামঃ ১৫ টাকা

পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম উত্তরকন্যা সফর

চিকেনস নেকের নিরাপত্তায় অমিত শাহের বিশেষ নজর

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ ঔত্তরবঙ্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডোর বা ‘চিকেনস নেক’-এর নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান পথ এই সংকীর্ণ করিডোরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শনিবার উত্তরবঙ্গে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সীমান্ত পরিদর্শনের পাশাপাশি উত্তরকন্যায় বসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও করেন তিনি। বৈঠকে সীমান্ত সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ রোধ, চোরালানন নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সকালে শিলিগুড়িতে বিএসএফ-এর ‘ সম্মেলনে’ যোগ দেন অমিত শাহ। সেখানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিক ও জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দেশের সীমান্ত এলাকায় দায়িত্ব পালনকারী কর্মীদের কাজের প্রশংসা করার পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর রাজগঞ্জ রুকের জুম্মা গছ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন অমিত শাহ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই অঞ্চলটি

নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল বলে বিবেচিত। সীমান্ত পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে বিএসএফ আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন তিনি।

মহানন্দা নদী সংলগ্ন উমুক্ত এলাকাগুলির নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হয়। জলপথ ব্যবহার করে অনুপ্রবেশ বা চোরালানারের সম্ভাবনা রুঝতে আরও কাা নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সীমান্ত এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে

ছিলেন বিএসএফ-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিক, প্রশাসনিক কর্তারা এবং নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিনিধিরা। সীমান্তের বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার পাশাপাশি স্থানীয় স্তরের নিরাপত্তা

আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের মূল আলোচ্য ছিল শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলকে ভারতের অন্যতম

বহরগুলিতে সীমান্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন, প্রতিবেশী দেশগুলির রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সীমান্তপারের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। অনুপ্রবেশ, মাদক ও অস্ত্র পাচার, বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ নজরে রয়েছে ফুলবাড়ি এলাকার জুম্মা গছ গ্রাম। এই এলাকার পাশ দিয়ে মহানন্দা নদী প্রবাহিত হওয়ায় নদীপথে সীমান্ত পারাপারের সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে। বর্তমানে এই অঞ্চলে বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশের যৌথ নজরদারি চলছে। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসন। সীমান্তে পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। ত্রিভুয়ীয় ফেল্ডিংয়ের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন অমিত শাহ বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে নতুন ১০টি বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) তৈরির পরিকল্পনার কথাও সামনে এসেছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারে দুটি নতুন বিওপি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, চিকেনস নেক

এরপর ৬-র পাতায়

ধর্মতলার পর এবার দিল্লির রাজঘাটে ২১ জুলাই!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৮ জুলাই ঃ বাংলার রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন ২১ জুলাই এবার পৌঁছে যেতে চলেছে দেশের রাজধানী দিল্লিতে। এতদিন কলকাতার ধর্মতলাতেই সীমাবদ্ধ থাকা শহিদ দিবসের কর্মসূচি এবার রাজঘাটে পালনের পরিকল্পনা করেছে এনসিপিআই। সূত্রের খবর, সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর দিনই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থলে গিয়ে শহিদদের স্মরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে দলের সাংসদদের। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই এনসিপিআইয়ের সাংসদরা রাজঘাটে একত্রিত হতে পারেন। সেখানে কবিতা পাঠ, সংগীত পরিবেশন এবং শহিদদের প্রতি নীরব শ্রদ্ধা জানানোর মতো কর্মসূচি রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দলের সমস্ত সাংসদকে সাদা পোশাকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। এই কর্মসূচির ইঙ্গিত অবশ্য কয়েক দিন আগেই দিয়েছিলেন এনসিপিআইয়ের লোকসভার মুখ্য সচেষত্ব কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি জানিয়েছিলেন, শহিদের স্মরণ কোনও নির্দিষ্ট দলের একচেটিয়া বিষয় নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল, আমার শহিদ, তোমার শহিদ বলে কিছু নেই। শহিদ দিবস আমরাও পালন করব। এরপর থেকেই দিল্লিতে এই কর্মসূচি পরিচিতি। ফলে বিজেপির শরিক একটি দল কেন এই কর্মসূচি পালন করবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও এনসিপিআইয়ের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে না বলেই ইঙ্গিত মিলেছে। দলের নেতাদের মতে, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং তাঁদের স্মরণ করা একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা বহন করে। রাজনৈতিক পর্ষবেক্ষকদের মতে, দিল্লির রাজঘাটে ২১ জুলাই পালন করা হলে এর আলাদা তাৎপর্য তৈরি হবে। কারণ সংসদের বাদল অধিবেশনের সময়

এরপর ৬-র পাতায়

লোকসভায় পৃথক দলের স্বীকৃতি পেলে এনসিপিআই!

সুদীপ-কাকলিদের নতুন অধ্যায়ের শুরু



নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ সংসদের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত। অবশেষে লোকসভায় পৃথক রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পেলে এনসিপিআই। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আসা ১৯ জন সাংসদকে নিয়ে তৈরি এই দলকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরই কেন্দ্রের তরফে তাদের সর্বদল বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণে রিজিজুর পাঠানো চিঠিতে এনসিপিআইয়ের সাংসদদের নাম এবং তাঁদের পরিচয় পদ উল্লেখ করা হয়েছে। ২০ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার আগের দিন, ১৯ জুলাই নতুন সংসদ ভবনের আনেন্স রিলি়িংয়ের কর্মিটি রুমে বসবে সর্বদল বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য এনসিপিআইয়ের সংসদীয় দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্য সচেষত্ব কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং উপ দলনেত্রী শতাব্দী রায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই চিঠিতেই কার্যত স্পষ্ট হয়েছে, লোকসভায় আলাদা দল হিসেবে এনসিপিআইয়ের স্বীকৃতি মিলেছে। কিরণে রিজিজুর চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯ জন তৃণমূল সাংসদ দলত্যাগ করে এনসিপিআইয়ে যোগ দিয়েছেন। এরপর তাঁরা লোকসভার স্পিকার ওম বিডলার সঙ্গে দেখা করে পৃথক দলের স্বীকৃতির আবেদন জানান। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই তাঁদের জন্য সংসদে আলো আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নতুন দলটির সংসদীয় নেতৃত্বেও পুরনো পরিচিত মুখদেরই রাখা হয়েছে। এনসিপিআইয়ের সংসদীয় দলনেতা হয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য সচেষত্বকের দায়িত্ব পেয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। অন্যদিকে বীরভূমে চারবারের সাংসদ শতাব্দী রায় হয়েছেন উপ দলনেতা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তৃণমূলে থাকার সময়ও সুদীপ ও কাকলি লোকসভায় একই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর আগে তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসার পর দিল্লিতে স্পিকার ওম বিডলার সঙ্গে দেখা করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিজেই সাংসদরা। তাঁরা নিজেরদের এনসিপিআই সাংসদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানান। পাশাপাশি, এনডিএ-র শরিক হিসেবে সংসদে তাঁদের জন্য আলাদা জায়গা দেওয়ার

এরপর ৬-র পাতায়

‘দলত্যাগীদের একজনও ফিরলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা দেব’, অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৮ জুলাই ঃ একুশে জুলাইয়ের প্রাক্কালে তৃণমূলের অন্দরের কোন্দল আরও প্রকাশ্যে এল। দলত্যাগী নেতাদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁতে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, দল ছেড়ে যাওয়া নেতাদের মধ্যে কেউ যদি আবার তৃণমূলে ফিরে আসেন, তাহলে তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। শনিবার আমতলার পাট অফিসে বুলডোজার অভিযান এবং দলীয় পরিস্থিতি নিয়ে কালীঘাটের বাড়ির সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অভিষেক। সেখানেই দলত্যাগী নেতাদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি ওদের কেউ ফিরে আসে, আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা দেব। মিলিয়ে নিন, একজনও আসবে না। তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ফলাফল নিয়ে দলের একাংশের নেতারা প্রকাশ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেছেন। অভিযোগ উঠেছে, প্রার্থী নির্বাচন থেকে শুরু করে দলের কৌশল নির্ধারণ- একাধিক ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কেউ কেউ এমনও মন্তব্য করেছেন, অভিষেক নেতৃত্বে থাকলে তারা দলে থাকতে পারেনে না। এর মধ্যেই তৃণমূলের একাধিক নেতা দলত্যাগ করেছেন। কয়েকজন সাংসদ নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি দলের কিছু অংশের মধ্যেও অভিষেকের নেতৃত্ব নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছে। এই পরিস্থিতিতেই দলত্যাগীদের ফেরানো নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন অভিষেক। অন্যদিকে, আমতলার

এরপর ৬-র পাতায়

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন আতঙ্ক ‘জলযুদ্ধ’? ইরানের কৌশল নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবার নতুন মাত্রা নিতে চলেছে। মার্কিন ঘাটগুলিকে লক্ষ্য করে এদের পর এক হামলার পর এবার গুরুত্বপূর্ণ জল ও বিদ্যুৎ পরিকাঠামোও নিশানায় আসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার সকালে কুয়েতের একটি জলশোধনাগারে হামলার ঘটনায় ইরানের দিকে আঙুল উঠেছে। যদিও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তবে এই হামলা ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, জলশোধনাগারগুলিতে আঘাত করা হলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। কারণ এই অঞ্চলের বহু দেশ পানীয় জলের জন্য সমুদ্রের জল পরিশোধনকারী ডিসালিনেশন প্ল্যান্টের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কুয়েতের মতো দেশে এই পরিকাঠামোগুলি কার্যত জীবনরেখার মতো কাজ করে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশে মোট জল সরবরাহের বড় অংশই আসে এই জলশোধনাগার থেকে। ফলে এই ধরনের পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণ মানুষের জীবনে বা সংকট তৈরি হতে পারে। সেই কারণেই জলশোধনাগারে হামলাকে শুধুমাত্র সামরিক আক্রমণ নয়, বরং কৌশলগত চাপ তৈরির পদক্ষেপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। কুয়েতের জলশোধনাগারে হামলার পর ইরানের ইসলামিক রেনল্যুশনারি গার্ড (আইআরজিস) একটি বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে তারা জানিয়েছে, যেসব দেশ আমেরিকার সামরিক কার্যকলাপকে সমর্থন করছে বা নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দিচ্ছে, তাদেরও জবাব দেওয়া হবে। যদিও হামলার দায় নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে এখনও নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি, তবে এই ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। জল ও বিদ্যু পরিকাঠামোর মতো বেসামরিক ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করা হলে তার প্রভাব সামরিক ক্ষেত্রের বাইরেও সাধারণ মানুষের জীবনে পাতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে কুয়েতের এই ঘটনা নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। এখন নজর থাকবে, এই হামলার পর সংশ্লিষ্ট দেশগুলি কী পদক্ষেপ নেয় এবং সংঘাত আরও কোন দিকে মোড় নেয়।

‘সোনমের স্বাস্থ্যের চিন্তায় উদ্বিগ্ন’, ‘তাকে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হোক’ সরব মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ লাদাখের পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে স্থানান্তর করার ঘটনায় সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির যন্ত্রমন্ত্ররে অনশনরত সোনমকে শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশের দাবি, দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এই পদক্ষেপ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, সোনমের চিকিৎসা নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় এবং প্রয়োজন হলে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হোক। সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, তিনি গভীরভাবে চিন্তিত। তাঁর দাবি, সোনম কোনও সংঘাতের পথে যাননি, বরং সরকারের সঙ্গে আলোচনার দাবি জানিয়েই শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অনশন

চালানোর পরও তাঁর দাবি নিয়ে সরকারের তরফে কোনও ইতিবাচক সাদা মেলেনি বলে অভিযোগ করেন মমতা। মমতার বক্তব্য, সোনম ওয়াংচুক শুধু সরকারের সঙ্গে আলোচনার আবেদন



করেছিলেন। গগতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানুষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দীর্ঘদিন নীরব থাকা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য ভালো নয়। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনম ওয়াংচুককে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি বিরোনা করেই চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশ কার্যকর

করার অংশ হিসেবেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সোনমের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনকারীর চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হওয়া উচিত নয়। তাঁর দাবি, সোনমকে অবিলম্বে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হোক। প্রয়োজন হলে সাধারণ মানুষ তাঁর চিকিৎসার খরচ বহন করতে প্রস্তুত থাকবে।

মমতার অভিযোগ, যে সরকার বিরোধী মত বা প্রতিবাদকে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে না দেখে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের প্রতি মানুষের আস্থা ভালো নয়। তিনি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনম ওয়াংচুককে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি বিরোনা করেই চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশ কার্যকর

গুঁড়িয়ে গেল অভিষেকের আমতলার পাঁচতলা পাটি অফিস!

নিজস্ব সংবাদদাতা, আমতলা, ১৯ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচতলা পাটি অফিস ভেঙে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তুলে। শনিবার প্রশাসনের বুলডোজার অভিযানে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বহল আলোচিত এই ভবনটি। প্রশাসনের দাবি, ভবনটি প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছিল। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, শুধু বেআইনি নির্মাণই নয়, এই ভবনের পেছনে রয়েছে আরও বহু অজানা প্রশ্ন, যার মধ্যে অন্যতম একটি পুরনো বেকারি রহস্য। ২০১৪ সালে ডায়মন্ড হারবার থেকে প্রথমবার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর নিজের সংসদীয় এলাকার কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে আমতলায় এই পাটি অফিস গড়ে তোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ও ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধার কারণে ভবনটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের

গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ডায়মন্ড হারবার সফরে গেলে প্রায় প্রতিবারই এই কার্যালয়ে আসতেন অভিষেক। সময়ের সঙ্গে পাঁচতলা এই ভবনটি তৃণমূলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই ভবনকে ঘিরে এদের পর এক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে। প্রশাসনের দাবি, নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি অনুমোদন নেওয়া হয়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে জেলা প্রশাসন। জানা গিয়েছে, চলতি মাসে ভবনের মালিকানা-সংক্রান্ত বিষয়ে দু'দফা নোটিস পাঠানো হয়েছিল। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, ভবনটি ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্স’ নামে একটি সংস্থার জমির উপর নির্মিত, যার সঙ্গে অভিষেক হারবারের বিজেপি নেতা এবং গত লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদ্বিন্দ্বন্দ্বী অভিজিৎ দাস (ববি) দাবি করেছেন, ভবনটি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নির্মিত হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, এটি



প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি নেতা এবং গত লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদ্বিন্দ্বন্দ্বী অভিজিৎ দাস (ববি) দাবি করেছেন, ভবনটি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নির্মিত হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, এটি

অনুমোদন নেওয়া হয়নি। একই ধরনের অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা সুফল ঘাট্টাও। তাঁর দাবি, যেখানে বর্তমানে পাটি অফিসটি ছিল, সেখানে একসময় মতিউর রহমান নামে এক ব্যক্তির একটি পরিচিত বেকারি ছিল।

স্থানীয়দের অনেকেই সেই বেকারি থেকে নিয়মিত পাউরুটি কিনতেন। সেখানে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন কর্মী কাজ করতেন বলেও তাঁর দাবি। সুফল ঘাট্টির কথায়, আমরা ছোটবেলায় ওই বেকারি থেকেই পাউরুটি কিনে যেতাম। এক রাতে হঠাৎ আগুন লেগে পুরো বেকারিটি পুড়ে যায়। তখন সেটিতে দুর্ঘটনা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে ওই জায়গাতেই দ্রুত বহুতল ভবন তৈরি হওয়ায় এখন অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠছে, সেই আগুন কি আসৌ দুর্ঘটনা ছিল? তবে এই অভিযোগের পক্ষে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি তদন্তের রিপোর্ট বা আদালতে প্রমাণিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে বিরোধীদের দাবি রাজনৈতিক অভিযোগ হিসেবেই বিবেচিত হাঙার প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ভাঙার অভিযানের সঙ্গে বেকারি-সংক্রান্ত অভিযোগের কোনও যোগ রয়েছে বলে জানানো হয়নি। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, বেকারিতে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৪

সালে, অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমবার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিন পর। এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে বহুতল ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয় বলে তাঁদের দাবি। যদিও এই ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে কোনও বেআইনি কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা নিয়ে সরকারি স্তরে এখনও কোনও নিশ্চিত মন্তব্য করা হয়নি। আমতলার এই বহুতল পাটি অফিস ভেঙে ফেলার ঘটনা এখন রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। একদিকে প্রশাসনের দাবি, এটি সম্পূর্ণ অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ। অন্যদিকে বিরোধীরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অতীতের নানা অভিযোগ সামনে এনে আরও বড় প্রশ্ন তুলছে। ভবিষ্যতে এই অভিযোগগুলির কোনও আনুষ্ঠানিক তদন্ত হয় কি না এবং নতুন কোনও তথ্য সামনে আসে কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

রাজারহাট বিস্ফোরণ কাণ্ডে তদন্তে বাড়াচ্ছে গতি, উদ্ধার বিস্ফোরক



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুলাই ২০২৬ : উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ কাণ্ডে তদন্তের পিছি ধ্রুমাগত বাড়ছে। শনিবার ঘটনাস্থলে রাজা সি আই ডি ,রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং বোম স্কোয়াড পৌঁছে পুরো এলাকা ঘিরে তল্লাশি অভিযান চালায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট বাড়িটি থেকে কিছু বিস্ফোরক সামগ্রী ও বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সময়কার সিটিসিটি ফুটোজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এই ঘটনার জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশ ডেপুটি কমিশনার জ্যোতির্ময় রায় জানিয়েছেন, দুটি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। বোমাগুলি সক্রিয় ছিল নাকি নিক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারিবাগান এলাকার একটি বাড়িতে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের জেরে বাড়িটির একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যে বাড়িটিতে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেখানে কিছুদিন আগে দুই যুবক ঘর ভাড়া নিয়েছিল। বাড়ির বাসিন্দা শাহিদা বেগম জানান, শুক্রবার রাতে দুই নাবালক একটি ব্যাগ নিয়ে আসে এবং সেটি ঘরে রেখে চলে যায়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ফোরণটি ঘটে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও এই মামলায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। শনিবার সকালে সিআইডি, এসটিএফ এবং বোম স্কোয়াড ওই বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে কিছু বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটায় স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেশীদের দাবি, এই ঘটনায় যদি প্রাণহানি হতো, তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত।

অশ্বিনী বৈষ্ণবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ২০২৬ : কেন্দ্রীয় তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রী তথা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অশ্বিনীর দীর্ঘাঁয় ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শনিবার সকালে এক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেচ্ছা বার্তায় জানান, অশ্বিনী বৈষ্ণব জির-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাটীমেনে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, যা বিকশিত ভারত গড়ার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জগতের ভবিষ্যৎমুখী ক্ষেত্রগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রচেষ্টা সমানভাবে প্রশংসনীয়। তাঁর দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি নাকি নিক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারিবাগান এলাকার একটি বাড়িতে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের জেরে বাড়িটির একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যে বাড়িটিতে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেখানে কিছুদিন আগে দুই যুবক ঘর ভাড়া নিয়েছিল। বাড়ির বাসিন্দা শাহিদা বেগম জানান, শুক্রবার রাতে দুই নাবালক একটি ব্যাগ নিয়ে আসে এবং সেটি ঘরে রেখে চলে যায়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ফোরণটি ঘটে।

আমেরিকাতে আবার বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চান ট্রাম্প

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুলাই ২০২৬ : সর্বকালের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ শেষের পথে। এখনই আরেকটি বিশ্বকাপের স্বাগতিক হওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন ডোনাള്ড ট্রাম্প। অদূর ভবিষ্যতেই আবার বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চান তিনি। তবে এবার মেক্সিকো-কানাডাকে বাদ দিয়েই হতে চান একে স্বাগতিক। শুক্রবার ম্যানহাটনের ট্রাম্প টাওয়ারের ফিফা সভাপতি জিয়ামি ইনফান্তিনো এবং অস্জাজিত ফুটবল তারকাদের জন্য একটি সর্বধর্মণার আয়োজন করেন ট্রাম্প। সেখানেই তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করেন আমেরিকাতে আরেকটি বিশ্বকাপ আয়োজনের। ফিফা সভাপতির দিকে তাকিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমাদের আবারও আমেরিকাকেই বেছে নেওয়া উচিত। এবার আমরা কানাডা ও মেক্সিকোকে বাদ দেব’।

আসানসোলে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

বুলডোজার অভিযানে উচ্ছেদ ১১০টি পরিবার

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৮ জুলাই ২০২৬ : পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে অবৈধ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালাল প্রশাসন। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)-র আবাসন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখল করে থাকা একাধিক কোয়ার্টার বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। প্রশাসনের এই অভিযানে মোট ১১০টি পরিবারকে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপুল পুলিশবাহিনী, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং ভারী যন্ত্রপাতির উপস্থিতিতে অভিযান শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। এলাকায় যাতে কোনও অস্থিীকরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, তার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিভিসি-র বথ কোয়ার্টার দীর্ঘদিন ধরে অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন ব্যক্তি দখল করে বসবাস করছিলেন। এই অবৈধ দখলদারির ফলে সরকারি সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ওই কোয়ার্টারগুলি খালি করার জন্য একাধিকবার নোটিস জারি করেছিল। বাসিন্দাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। তবে বথ ক্ষেত্রেই সেই নির্দেশ মানা হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রশাসন আইন অনুযায়ী উচ্ছেদ অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। শনিবার সকাল থেকেই ডিভিসি আবাসন এলাকায় প্রশাসনের তৎপরতা চোখে পড়ে। বিশাল পুলিশবাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। এরপর একে একে বুলডোজার প্রবেশ করে অবৈধভাবে দখল করে রাখা কোয়ার্টারগুলি ভাঙার কাজ শুরু করে। অভিযানের সময় অনেক পরিবার নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তাঁদের সেই সুযোগ দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। যদিও বথ বাসিন্দার চোখে-মুখে ছিল ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার ছাপ। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বসবাস করার পর হঠাৎ উচ্ছেদের ঘটনায় অনেকেরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, তাঁরা বথ বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছেন। অনেকেই সন্তানদের পড়াশোনা, কর্মসংস্থান এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এই এলাকাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। ফলে একদিনে সবকিছু বেড়ে চলে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাঁদের বক্তব্য, পুনর্বাসনের কোনও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা ছাড়া উচ্ছেদ হওয়ায় তারা চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন। মাথা গোঁজার ঠাই নিয়ে এখন তাঁদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অনেকেই প্রশাসনের কাছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। অন্যদিকে প্রশাসনের বক্তব্য, সরকারি

মুর্শিদাবাদের শোকাহত পরিবারগুলির পাশে বিজেপি বিধায়ক, সঙ্গে সিপিএম বিধায়কও

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ জুলাই ২০২৬ : মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পাশে নড়াতে গিয়ে এক ভিন্ন রাজনৈতিক বার্তার সাক্ষী থাকল জেলার মানুষ। বিজেপি বিধায়ক ভারত ঝাওয়ার মৃতদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানান। এই সফরে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান। দুই ভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধির একসঙ্গে শোকাহত পরিবারগুলির পাশে নড়াতের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে মেনম আলোচনা শুরু হয়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদ জেলায় শোকের আবহ এখনও কাটেনি। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এখনও গভীর মানসিক আঘাতের মধ্যে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক পরিস্রাকে পিছনে রেখে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনা এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়াই ছিল এই সফরের মূল উদ্দেশ্য বলে জানা গিয়েছে। ভারত ঝাওয়ার এবং মুস্তাফিজুর রহমান একাধিক পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ নেন এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়েও আশ্বাস দেন। এদিন মৃতদের বাড়িতে পৌঁছে দুই বিধায়ক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। শোকাহত আত্মীয়দের বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন এবং ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও তাঁদের কা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। পরিবারের সদস্যদের অনেকেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, পরিবারের উপার্জকক্ষম সদস্যকে হারিয়ে তারা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ছেন। ভবিষ্যতে সংসার চালানো, সন্তানদের পড়াশোনা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারা। জনপ্রতিনিধিদের সামনে তারা দ্রুত সরকারি সহায়তা এবং উপযুক্ত পদক্ষেপের দাবিও জানান। ভারত ঝাওয়ার এই সফরের সময় বলেন, কোনও পরিবারের উপর এমন বিপর্যয় মেয়ে একে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশ্ন নয়, মানুষের পাশে নড়াটোই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তিনি জানান, নিহতদের পরিবারের ন্যায্য দাবি এবং তাঁদের সমস্যার বিষয়টি যথাযথ স্তরে তুলে ধরা হবে। প্রয়োজন প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের প্রাপ্য সহায়তা নিশ্চিত করার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এই ধরনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যেন দ্রুত ন্যায়বিচার এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য পান, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে সিপিএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমানও শোকাহত পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তা দেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য কোনও রাজনৈতিক বিভাজনের উর্ধ্বে।

‘দলের নাম ভাঙিয়ে দাদাগিরি নয়’, কর্মীদের কড়া বার্তা বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৮ জুলাই ২০২৬ : আসানসোল দলের ভাবমূর্তি রক্ষা এবং সংগঠনের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। দলীয় পরিচয় ব্যবহার করে কোনও ধরনের দাদাগিরি, বেআইনি প্রভাব খাটানো বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বরাদ্দ করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তিনি। একই সঙ্গে সতর্ক করে বলেন, কেউ যদি দলের নামে ভাঙিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা

করেন বা আহিবহির্ভূত কোনও কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জিতেন্দ্র তিওয়ারির এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। একটি দলীয় কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারি সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাজনৈতিক দলের শক্তি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করে এমন কোনও আচরণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান করা এবং তাঁদের পড়াটোনে একজন রাজনৈতিক কর্মীর মূল দায়িত্ব। কিন্তু যদি কেউ দলের পরিচয়কে চাল হিসেবে ব্যবহার করে ভয় দেখানো, প্রভাব খাটানো বা ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন, তাহলে তা দলের নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি আরও বলেন, কোনও ব্যক্তি বিজেপির পতাকা বা পরিচয় ব্যবহার করলেই তিনি আইনের উর্ধ্বে চলে যান না। আইন সবার জন্য সমান এবং দলের কর্মীদেরও সেই আইন নিয়েই চলতে হবে। জনগণের কাছে দলের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাঘাত হলে শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণ, স্বচ্ছতা এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাই সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই কর্মীদের প্রত্যেককে নিজেদের আচরণের প্রতি আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি। জিতেন্দ্র তিওয়ারির তাঁর বক্তব্যে হৃদিত দেন, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করে কিছু ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করার চেষ্টা করেন। এতে শুধু দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সাধারণ মানুষের মধ্যেও নেতিবাচক বার্তা পৌঁছায়। তিনি বলেন, এই ধরনের প্রবণতা রুখতেই সংগঠনের ভিতরে কঠোর বার্তা দেওয়া প্রয়োজন। কোনও অভিযোগ সামনে এলে তা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজিত তদন্তের পর দলীয় পদ বা পরিসর কোনওভাবেই কাউকে রক্ষা করবে না। বিধায়কের বক্তব্যের সময় উপস্থিত কর্মীদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা কখনও ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার হতে পারে না। বরং মানুষের ক্ষমতা অর্জন করে জনসেবার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করাই একজন প্রকৃত রাজনৈতিক

সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখল করে রাখা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আদালতের নির্দেশ এবং আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আগেই পর্যাপ্ত সময় দিয়ে নোটিস জারি করা হয়েছিল। সেই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা জায়গা খালি করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি বিধি মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, সরকারি সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখা এবং ভবিষ্যতে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, বথ বছর ধরে সরকারি জমি ও আবাসন অবৈধভাবে দখল করে রাখার বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সভাও আয়োজন করেছিল।

ফলে পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছিল। সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার হলে ভবিষ্যতে তা প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা সম্ভব হবে। তবে অন্য একাংশের মতে, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মানবিক দিকটিও সমানভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল। বিশেষ করে যেসব পরিবার দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বসবাস করছিল, তাঁদের পুনর্বাসনের বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার ছিল উচ্ছেদ অভিযান চলাকালীন কোথাও বড় ধরনের আশান্তি বা সংঘর্ষের খবর মেলেনি। পুলিশ গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখে এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা সারক্ষণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে অভিযান পরিচালনা করেন। নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় প্রবেশ ও চলাচলের উপরও কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। ফলে অভিযান নির্বিয়ে সম্পন্ন করতে প্রশাসন সফল হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি জমি ও আবাসন অবৈধ দখলমুক্ত করার অভিযান দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই এখন নিয়মিতভাবে দেখা যাচ্ছে। তবে এই ধরনের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক বিষয়গুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উচ্ছেদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বথ পরিবারের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা এবং ভবিষ্যতের প্রশ্ন। তাই প্রশাসনিক কঠোরতা এবং পুনর্বাসন নীতির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আসানসোলের এই উচ্ছেদ অভিযান সেই বিতর্ককে আরও একবার সামনে নিয়ে এল। একদিকে সরকারি সম্পত্তি রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন, অন্যদিকে বথ পরিবারের মাথার উপর থেকে ছাদ সরে যাওয়ার বাস্তবতাও এই ধরনের টানাপোড়নের মধ্যেই শেষ হল ডিভিসি কোয়ার্টারে বুলডোজার অভিযান। আগামী দিনে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে এবং পুনর্বাসন নিয়ে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহলের।

যাঁরা আপনজন হারিয়েছেন, তাঁদের দুঃখ ভাগ করে নেওয়া এবং তাঁদের পাশে দাঁড়ানো প্রত্যেক জনপ্রতিনিধির নৈতিক কর্তব্য। তিনি আরও জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন এবং সেই বিষয়ে তিনি নিজেও উদ্যোগী থাকবেন। দুই বিধায়কের একসঙ্গে এই সফর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যেখানে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত এবং পারস্পরিক দোষারোপ দেখা যায়, সেখানে ভিন্ন মতাদর্শের দুই জনপ্রতিনিধির একই সঙ্গে শোকাহত মানুষের বাড়িতে পৌঁছানো অনেকেই কাছের ইতিবাচক বার্তা হিসেবে ধরা পড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, মানুষের দুর্দিনে রাজনৈতিক বিভাজন তুলে সকলের একসঙ্গে কাজ করাই কামা। তাঁদের আশা, ভবিষ্যতেও এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ আরও বেশি দেখা যাবে। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই সফর শুধুমাত্র সমবেদনা জানানোর সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা নেওয়ারও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। নিহতদের পরিবারের বক্তব্য শুনে তাঁদের সমস্যাগুলি সামনে আনা এবং প্রশাসনের কাছে সেগুলি তুলে ধরা জনপ্রতিনিধিদের অন্যতম দায়িত্ব বলেই মনে করছেন তারা। একই সঙ্গে এই সফরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনারও চেষ্টা হয়েছে বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। এদিন এলাকায় বথ মানুষ দুই বিধায়কের আগমনকে ঘিরে উপস্থিত হন। স্থানীয়দের অনেকেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা এবং ঘটনার প্রভাব সম্পর্কেও জানান। শোকাহত পরিবারগুলির সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁদের দাবি, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য প্রশাসনের আরও সতর্ক ও কার্যকর ভূমিকা প্রয়োজন। সফর শেষে দুই বিধায়কই নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ন্যায্য দাবি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে। মানুষের স্বার্থেই এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেন। মুর্শিদাবাদের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের আবহ এখনও অব্যাহত। তারই মধ্যে বিজেপি বিধায়ক ভারত ঝাওয়ার এবং সিপিএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমানের যৌথ সফর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে মানবিকভাবে এক ভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এই সফরের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সমস্যার সমাধানে কতটা ব্যবহ পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলেরও।

পারিবারিক অশান্তিতে স্ত্রীকে মারধর



দূরস্বভাবা, সুমন আদক, হাওড়া, ১৮ জুলাই ২০২৬ : জয়নগর পারিবারিক অশান্তিতে স্ত্রীকে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার স্বামী জানানোর। শুক্রবার জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুরে স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক অশান্তিতে স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগে জয়নগর থানায় দায়ের করেন স্ত্রী। আর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুরের বাড়ি থেকে আত্মক আলি মোহ্লা (২৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারইশ্বর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

ম্যানগ্রোভ বসিয়ে নভেম্বরে সুন্দরবনে বনায়নের ঘোষণা বনমন্ত্রীর



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবন, ১৮ জুলাই ২০২৬ : ম্যানগ্রোভ বসিয়ে নভেম্বরেই সুন্দরবনে বনায়নের ঘোষণা বনমন্ত্রীর। সুন্দরবন বাঁচাতে প্রয়োজন বেশি বেশি করে ম্যানগ্রোভ বনানো ও রক্ষা করা বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক দলের মদতে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কেটে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে তৈরি হয়েছে মাছের ভেড়ি-কটেজ সহ আরো অনেক কিছু আর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই মাছের ভেড়ি থেকে পুনরুদ্ধার করে সেখানে বনায়নের উদ্যোগ নিলে।শনিবার অরুণা সপ্তাহেই সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি কুপাখালি এলাকায় প্রায় ১,৬০০ এরকম জমি পরিদর্শন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাও।এদিন মন্ত্রী বলেন, ওই এলাকায় ম্যানগ্রোভ কেটে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ঝিক উফায়নের মোকাবিলায় ‘মায়ের নামে একটি গাছ রোপণ করুন’ কর্মসূচির তাল তুলে ধরে বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।এদিন মন্ত্রী সজনেখালিতে রাষ্ট্রী যাপন করে রবিবার সুন্দরবনের একাধিক এলাকা পরিদর্শন করবেন বলে বন দফতর নুেএ জানা গেল।

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুলাই ২০২৬ : একটি গাছ একটি প্রাণ, গাছই জীবন। আর গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাতেই সামনে রেখে অরণ্য সপ্তাহে এগিয়ে এলে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ। দীর্ঘ দিন সমাজসেবামূলক কাজ করে চলছে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ। উত্তরে ২৪ পরগনার হালিশহরের এই মঠের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে জনসেবা মূলক একাধিক কাজ চাচ্ছে। শনিবার অরুণা সপ্তাহে উত্তর কোলকাতার আহেরীতোলা সারাদারের আরিয়ন ইনস্টিটিউটে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন এই মহতী কাজে উপস্থিত ছিলেন এ মঠের প্রধািণ সন্ন্যাসী স্বামী নিমলানন্দজী সরস্বতী, স্বামী শুদ্ধচেতন্য ব্রহ্মচারী, ডায়াখাল ভট্টাচার্য, স্বাগতা মুখার্জি সহ আরো অনেকে। এদিন এ ব্যাপারে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের ভক্ত স্বাগতা মুখার্জি বলেন, মঠের উদ্যোগে সারা বছর এই ধরনের কাজ করা হয়। আর আমাদের জীবনে গাছের অবদান অসীম। এদিন এ দিনে রাজনৈতিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন উপস্থিত কার্যকর্তার।

হাওড়ার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর মহঃ রুস্তম গ্রেফতার



দূরস্বভাবা, সুমন আদক, হাওড়া, ১৮ জুলাই ২০২৬ : গ্রেফতার হাওড়ার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর মহঃ রুস্তম ,তোলাবাড়ি সহ পুলিশের উপর হামলার অভিযোগ রয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে। ধৃত মহম্মদ রুস্তমকে শনিবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, পিলখানায় এক প্রোমোটার খনের ঘটনায় মহম্মদ রুস্তম এবং তার দলবল পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে এবং পুলিশের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এর পাশাপাশি এলাকার প্রোমোটারদের থেকে হুমকি দিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে ওই প্রাক্তন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। এরই প্রেক্ষিতে শুক্রবার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ তাকে পিলখানার বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে শনিবার হাওড়া আদালতে তুলে নিজেদের হেঙ্গাজতে নোবর জন্য আবেদন জানান তদন্তকারীরা। এদিন ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা তোলার সময় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তা সামাল দিলে নামানো হয় র‍্যাফ। উল্লেখ্য, মহম্মদ রুস্তম হাওড়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর।

বিক্রম-১ উৎক্ষেপণ মহাকাশে ভারতের শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রতিফলন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ২০২৬ : কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নতুন দিল্লির অনুসন্ধান ভবন থেকে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করেন। উৎক্ষেপণের পর তিনি বলেন, বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণ মহাকাশে ভারতের সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিফলিত করে। তিনি বলেন, এই সফল অভিযানটি ভারতের মহাকাশ অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণকেও তুলে ধরে। জিতেন্দ্র সিং উল্লেখ করেন, মহাকাশ স্টার্টআপের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি থেকে বেড়ে ৪০০-এরও বেশি হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণ মহাকাশ অর্থনীতিতে একটি বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে ভারতের ক্রমবর্ধমান অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে এবং মহাকাশ প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণ পরিষেবা দেশের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা প্রদর্শন করে।

দুর্ঘটনায় নিহত সিভিক ভলান্টিয়ারের পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা বিধায়কদের



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ১৮ জুলাই ২০২৬ : আরামবাগের হিয়াতপুর গ্রামের পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো সিভিক ভলান্টিয়ার উৎপল সিং-এর শোকসন্তপ্ত পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হল। এই উপলক্ষে শনিবার উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত নাথ এবং পুরসড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। প্রয়াত উৎপল সিং-এর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান দুই বিধায়ক। পরিবারের এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তারা। রাজ্য সরকারের তরফে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা জানান, বিপদের সময়ে সরকারের মানবিক উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোরই প্রতিফলন। বিধায়করা বলেন, একজন সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে উৎপল সিং কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে শুধু পরিবার নয়, এলাকায়ও একজন পরিচিত ও দায়িত্বশীল মানুষকে হারিয়েছে। এই শোকের মুহূর্তে পরিবারের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য প্রশাসন ও রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উপস্থিত সকলেই প্রয়াত উৎপল সিং-এর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

‘পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান’ কর্মসূচি



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ১৮ জুলাই ২০২৬ : শনিবার বিধানসভার ৪ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ‘পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান’ কর্মসূচি। সংগঠনের কার্যকর্তাদের আদর্শগত ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুরসড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। কর্মসূচিতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একান্ত মানবতাবাদ, তাঁর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা এবং জনমুখী সংগঠন গড়ে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি কার্যকর্তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ শুধুমাত্র রাজনৈতিক দর্শন নয়, তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের পথপ্রদর্শক। তাঁর চিন্তাধারাকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী, শৃশৃঙ্খল ও জনমুখী করে তোলাই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। তিনি আরও জানান, কার্যকর্তাদের আদর্শগতভাবে সমৃদ্ধ ও সাংগঠনিকভাবে দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সেবার সংগঠনের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় হবে। কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সকল কার্যকর্তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে সংগঠনের বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন উপস্থিত কার্যকর্তার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরস্তু বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২২৮ সংখ্যা, রবিবার, ২ আশ্বণ, ১৪৩৩

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সার আশুতোষের (‘বাংলার বাঘ’ নামে যিনি পরিচিত) ছেলে হওয়ায় শ্যামাপ্রসাদের উপরে অনেকেরই নজর ছিল। বিশেষত, ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছেলে হওয়ার বিপদও রয়েছে। স্নাতক স্তরে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু তার বাবা মাতৃভাষার উপরে গুরুত্ব আরোপ করায়, তিনি স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা নিতে বাধ্য হন। আইনেও তিনি পারদর্শিতা দেখান। শ্যামাপ্রসাদের ক্লাসে অন্য কোনও মেধাবী ছাত্র পড়তে চাইত না। কারণ তারা সকলেই জানত, শ্যামাপ্রসাদই সেরা হবে। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। এই ফিসফাস যে অমূলক নয়, সুবোধসম্মত সেনগুপ্ত ও অন্য সমসাময়িকের লেখায় তার প্রমাণ রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের জীবনের আধারে লেখা লোকসভা সেক্রেটারিয়টের ‘এমিনেন্ট পার্লামেন্টারিয়নস’-এর পৃষ্ঠা চারে লেখা হয়েছে, “ছাত্রবয়স থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে বাবাকে সাহায্য করতেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯২৩ সালে আশুতোষের মৃত্যু হয়। অগত্যা শিক্ষাক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদকে আসতেই হয়, যদিও তখনও তিনি ছাত্র।” তার বাবা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ছিলেন, তখন শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে বাবার মৃত্যুর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংস্থা, সেনেট নির্বাচিত হন তিনি। তখন তার ২২ বছর বয়স। পড়াশোনাও শেষ হয়নি। ১৯২২ সালে ২১ বছর বয়সে সুধাদেবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তাদের পাঁচ সন্তানের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের যখন ৩৩ বছর বয়স, তখন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পুনর্বিবাহের সুযোগ থাকলেও তিনি আর বিয়ে করেননি। স্ত্রীর প্রয়াণের বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কমবয়সি উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮, চার বছরের মেয়াদে তার উদ্যোগে অনেক নতুন শাখায় পড়াশোনা শুরু হয়। যার মধ্যে ছিল মহিলাদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম এবং গৃহবিদ্যার পঠনপাঠন। কৃষিবিদ্যা নিয়ে লেখাপড়ার শুরুও তাঁর হাতে। স্কুলশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপরে তিনি বিশেষ জোর দেন। চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষা নিয়ে চর্চার শুরু তাঁর হাতে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল, আশি বছরের ইংরেজির একাধিপত্য ভেঙে বাংলা মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথকে ‘বিশিষ্ট প্রফেসর’ হিসেবে নিয়োগ করার কৃতিত্বও তাঁর। ১৯৩৭ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় সমাবর্তনী ভাষণ দিয়েছিলেন কবিগুরু। হিন্দি এবং উর্দু ভাষার শিক্ষাও প্রাধান্য দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। স্নাতক স্তরে অহমিয়া ভাষা চালু করেছিলেন। কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, জনস্বাস্থ্য, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ববিদ্যা, অঙ্ক এবং এরোনটিক্স শাখায় পঠনপাঠনের শুরুও তাঁরই হাতে। ১৯৩৮ সালের ৮ আশ্বি উপাচার্য হিসেবে তার মেয়াদ ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সাম্মানিক ডি.লিট ডিগ্রি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে সেনেট। এতে অনেকেই আপত্তি তুলেছিলেন। যদিও তৎকালীন আচার্যের এ বিষয়ে কোনও আপত্তি ছিল না।

পুতুল বাড়ি

উত্তর কলকাতার শোভাবাজার জেটির কাছে চক্ররেল লাইনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ২০০ বছরের পুরনো একটি বিশাল বাড়ি; যা পুতুল বাড়ি নামে পরিচিত। কালের গ্রাসে বাড়িটি আজ ভগ্নপ্রায়। কিন্তু, এর অলিন্দে লুকিয়ে আছে বাংলার ‘বাবু কালচার’-এর সেই অঙ্ককার দিনগুলির এক গা ছছছমে ইতিহাস। উত্তর কলকাতার শোভাবাজার এলাকায় এই বাড়ি আজও রহস্যে ঘেরা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ফুগলি নদী যখন ব্যবসার প্রধান অবলম্বন, তখন এই বাড়িটি ছিল একটি বিশাল গুদামঘর। তখনকার ধনী বাঙালি বাবুরা এখানে মূলত পাট, চাল ও অন্যান্য পণ্য মঞ্জুত রাখতেন। এর সুবিশাল এবং রোমান স্থাপত্যশৈলী এটিকে সে যুগেও বিশেষ পরিচিতি দিয়েছিল। এই বাড়িটির ‘পুতুল বাড়ি’ নামকরণ নিয়ে দুটি প্রধান ধারণা প্রচলিত। প্রথমত এর স্থাপত্যশৈলীভা় বাড়িটির ছাদে এবং বাইরের দেওয়ালে গ্রীক ও রোমান দেবদেবীর মতো দেখতে ছোট ছোট মূর্তি বা স্ট্যাচু খোদাই করা আছে। দূর থেকে এই মূর্তিগুলিকে পুতুলের মতো দেখায়। দ্বিতীয়ত পুতুল-কলাগ্ধ অন্য একটি লোককথা অনুসারে, এক ধনী‌র কন্যার পুতুল-প্ৰীতি ছিল চরম। তার পুতুলের সংগ্রহে বাড়ির ঘর ভরে যেত। এই কন্যার নাম থেকেই বাড়িটির নাম ‘পুতুল বাড়ি’। পুতুল-কন্যার কাহিনিই এই বাড়ির ভৌতিক (কু)খ্যাতির অন্যতম প্রধান কারণ। কথিত বাড়িটির মালিকের কন্যার পুতুলের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। রহস্যজনকভাবে অল্প বয়সেই তার মৃত্যু হয়। মেয়ের শোকে বাবা তার সমস্ত পুতুলগুলি এই বাড়িতে তালারন্ধ্র করে রেখে দেন। বিশ্বাস করা হয়, সেই অতৃপ্ত আত্মার সঙ্গে তার পুতুলগুলিও এই বাড়িতে রয়ে গিয়েছে এবং রাতে তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে রহস্যম্বর কাহিনিটি জড়িত সেই সময়ের ধনী বাবুরের সঙ্গে। লোকমুখে প্রচলিত, এই বাড়িটি শু ধু গুদামঘর ছিল না। বাবুরা এখানে নৃত্যগীতের আসর বসাতেন। ক্ষমতাবলে তারা এখানে নিরীহ যুবতীদের ধরে নিয়ে এসে তাঁদের উপর সৌন অত্যাচার চালাতেন এবং পরে নিজেদের অপরাধ ঢাকতে নিমিত্ত ভাবে তাদের হত্যা করতেন। অনেকের মতে, সেই অত্যাচারিত ও নিহত যুবতীদের অতৃপ্ত আত্মা আজও এই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। অশরীরী আত্মারা নাকি তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায়। স্থানীয়দের মতে, গভীর রাতে বাড়ির উঁচু তলা থেকে ভেসে আসে মেয়েদের গোঙানির শব্দ, পায়ের আওয়াজ এবং নৃপূরের ঝঙ্কার।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা।

মা সারদা দেবী



মা সারদা দেবী বলেছেন, জগাত্বে হতে মনের মধ্যে থাকা সং শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তি ধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শুধু শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। মানব সেবা করতে হবে। জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব।

সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে।

জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সেোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ? মায়ের শক্তিশালী করার দায়িত্ব জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে।

নীলকর আন্দোলনকে সমর্থনে ‘সমাচার দর্পণ’

রবীন্দ্ৰ কুমার শীল
শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস থেকে ‘সমাচার দর্পণ’ প্রকাশিত হতে শুরু ক রে দিয়েছিল মার্শম্যানের সম্পাদনায়। সেখানে প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনও সংবাদ প্রকাশ করা হতো না। সেখানে সতীদাহ প্রথা, বহু বিবাহ প্রথার নিন্দা করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তার সঙ্গে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার লাভ করেছিল। কিন্তু সরকার বিরোধী কোনও সংবাদকে প্রকাশিত হতে দেখা যেত না। কিন্তু বাংলায়



নীলচাষিদের ওপরে ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হতে থাকে। তার ওপরে দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পণ’ নাটক প্রকাশিত হলে ব্রিটিশ সরকারের মাধ্যায় ব্রজাঘাত এসে উপস্থিত হয়। কেরি সাহেবের মতো মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন নীলকর সাহেবরা এই রকমভাবে গ্রামে চাষিদের ওপরে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করা শুরু করলে খ্রিষ্ট ধর্মের ওপরে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কেরি সাহেব নীলকর সাহেবের ম্যানেজার হয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সমস্যা কত গভীরে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ওপরে দীনবন্ধু মিত্র ‘নীল দর্পণ’ নাটক লিখে ফেললেন। সেই সঙ্গে সেই সেই নাটক আবার ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে সেখানকার ব্রিটিশ শাসকেরা বুঝতে পারে বাংলায় নীল চাষ নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের ওপরে অমানবিক অত্যাচার করতে শুরু করেছে নীলকর সাহেবরা। এটাই সম্ভব প্রত্যক্ষ প্রবাহিত ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। এর আগে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করে কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। ১৮৫৬ সালে রেভারেন্ড জেমস লং সাহেব একটি বক্তব্য পেশ করেছিলেন ‘ফ্রেণ্ড অফ

মিশনে’। সেই বক্তৃতার শিরোনাম ছিল ‘কৃষকদের অবনতি এবং সমুসামচার প্রচারের পথে বাধা’। ১৮৬১ সালে জেমস লং নীল দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ করার ফলে তাকে আদালতে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়েছিল। ১৮৬১ সালে জেমস লং আদালতে বিচারকের সমানে উপস্থিত হয়ে সাহসের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, “সংস্কার আন্দোলনের সময় কৃষকশ্রেণির ঘরে স্বাধীনতা এনেছিল আর আধুনিক যুগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইতিহাসে ‘অ্যাডাস গাগ’ (১৮২৩) নামে পরিচিত। এই আইন তৈরি করার ফলে প্রতিবাদ তীব্র হতে শুরু করে দিয়েছিল। সমাচার দর্পণ প্রক্রিয়ায় অস্বীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হতো না। তারাপদ পাল ‘হিকারি গেজেট’এর একটি বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই প্রতিকাকে নারী দেহের জন্য কোনও রাখঢাক না করে বিজ্ঞাপণ দেওয়া হতো কুকুর ছাগলের মতো। বিজ্ঞাপনটি এই রকম ছিল “এখন কলকাতাবাসী জনৈক ভদ্রলোক দৃষ্টি সূদৌহী অফ্রিকান- বাহাদেবের কথা ভাষায় ‘কাফরী’ বলা হয়- মেয়েছেলে চান। তাদের বয়স ১৪ থেকে ২০-১৬-এর মধ্যে হবে। গড়ন বেশ হস্তপুষ্ট হওয়া দরকার। সকল রকমভাবে যাতে দেহভোগের কাজে লাগে সেরকম হতে হবে।” ‘সূত্র’ বিজ্ঞাপণ জগৎ, তপন বাগচী, দুই শতকের বাংলা সাময়িক পত্র)। সেই সময়ে বাংলার সমাজটা কোথায় ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মানুষের রুচি এবং সমাজে মেয়েদের কী অমানবি কতার মধ্যে দিয়ে বসবাস করতে হতো তা এই বিজ্ঞাপণ পড়লেই বুঝতে পারা সম্ভব। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে যখন লর্ড ক্যানিং জেমস লংকে সংবাদপত্রগুলির সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলেন তখন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে জেমস লং সাহেব বেশ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সংবাদপত্রগুলি যতই সরকারের নিন্দা করে সংবাদ প্রকাশিক করুক না কেনো তা সরকারকে উপকার করতে পারে। তারাই সরকারের চোখ এবং কান। তিনি মিশনারী পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলিকে কেবল তোতাপাখির মতো ধর্মের কথা বলে যাওয়াকে নিরর্থক বলে মনে করতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই মুক্তিনিষ্ঠ পথে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই ধর্মপ্রচারের কাজ সহজ হবে। ফলে সমাচার দর্পণ সঠিক পথ ধরেই সংবাদপত্রকে কাজে লাগিয়েছে। ভার্নাকুলার প্রেস আ্যক্ট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিশ্বভারতীর প্রাভুত্ব উপাচার্য নিমাই সাধন বসু বলে ছিলেন, “আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় জন্যে মাতৃভাষায় প্রকাশিত ছোট-বড় খ্যাত অখ্যাত কাজেই বাক্যেও করা হয়েছিল। সেই যুগে আমরা নিজেরা ঠিক মতো বুঝতে না পারলেও ইংরেজ সরকার, আমলা ও পুলিশের বুঝতে দেরি হয়নি। তাই বারবার সরকারী রোষ এবং নিষেধাজ্ঞা শিকার হয়েছে মাতৃভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলি। এর সবচাষিয়ে বড় ঐতিহাসিক প্রমাণ

ও দৃষ্টান্ত হল ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস আ্যক্ট। কেনে এ আইন জারি হয়েছিল, কী ভাবে এর বিরুদ্ধে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলি লড়েছিল, কেমনভাবে তা দেশাশ্রাব্যের উন্মেষ এবং প্রশ্নারে সাহায্য করেছিল সে এক দীর্ঘ উজ্জ্বল কাহিনী। এ ইতিহাস বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কাগজের ভূমিকা ছিল খুবই গৌরবময়।” (বাংলা সংবাদপত্রের ২০০ বছর, সংবাদ সংবাদপত্র সাংবাদিকতা, নিমাই সাধন বসু, পৃষ্ঠা-৩৪)। ভার্নাকুলার প্রেস আ্যক্ট চালু হওয়ার আগে আর একবার স্বদেশি কাগজগুলির ওপরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল নীলকর আন্দোলনের সময়ে। ১৮২৩ সালে গর্তনর জেনারেল অ্যাডাম যে নিষেধাজ্ঞা কারি করেছিলেন তাকে ‘অ্যাডাম গাগ’ (১৮২৩) বলা হয়ে থাকে। সংবাদপত্রের ওপরে সরকারি নির্যন্ত্রণ এর বিরোধিতা করে গর্জে উঠেছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং সূত্রিম কোর্টে তাঁর আবেদনকে সমর্থন করেছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। শ্রীরামপুর এই প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি। তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের ওপরে চোখ বোলানো যেতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসন করার আগে এই উদ্বেহাশেষে সংবাদপত্র প্রকাশের কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে মোঘল আমলে ‘ওয়াকিয়ানবিশ’ নামে একটি পত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যাদের কাজ ছিল মোঘল শাসকদের সরকারের সরকারি সংবাদ সংগ্রহ করা এবং গোপন সংবাদ সংগ্রহ হিসাবে কাজ করতে হতো। জানা যায়, ১৭৬৮ সালে এর কাছাকাছি সময়ে জনৈক ব্রিটিশ অভিবাসী উইলিয়াম বোস্টন তাঁর প্রকাশিত পত্রিকায় কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড প্রকাশ করার অপরাধে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৭৮০ সালে জেমস হিকি ‘বেঙ্গল গেজেট’ এবং ক্যালকাতা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার’ নামে দুই পাতার সাপ্তাহিক প্রকাশ এটিকে বায়েগুণ্ড করা হয়েছিল। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস, তাঁর পত্নী ও ইংরেজ বিচারকদের সম্পর্কে সমালোচনা মূলক প্রতিবেদন প্রকাশের দরুন এটিকে বায়েগুণ্ড করা হয়েছিল। ‘বেঙ্গল জার্নাল’ পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম ডুয়ান সংবাদ পরিবেশনের জন্য দেশ থেকে বিতারিত হন। ‘বেঙ্গল হরকরা’ পত্রিকায় ড. চার্লস ম্যাকলিন প্রসম্মহীন সরকার বিরোধী সংবাদ প্রকাশের জন্য ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে বাংলা সংবাদপত্রের ওপরে নিষেধাজ্ঞা আসে।

ঠাকুর বাড়ির চায়ের আড্ডায় বাংলার মনীষীরা

অভিজিৎ ব্যানার্জি

ঠাকুরবাড়ির চায়ের মজলিস। ঠাকুরবাড়ির রমরমা দিন শুরু হয়েছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতে। দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিকে যেমন ছিলেন জ্ঞানী, গুণী, অভিজাতময় শিল্পীমনের পুরুষ, তেমনই অন্যদিকে ছিলেন প্রকৃত ব্যবসাদার মানুষ। ব্যবসার জন্যই সাহেব-সুবোকে ডেকে বাড়িতে মজলিস বসাতেন। বিশাল জমি দারি সামলানোর পাশাপাশি পাট, চিনি, আফিম, নীলের ব্যবসা বা জাহাজের ব্যবসা কী ছিল না তাঁর, তেমনই তাঁর চায়ের ব্যবসাও ছিল। বিলেতে তখন চায়ের খুব কদর। বিলেতে চা রফতানির প্রয়োজনেই অসমের বাগানে চা আবিষ্কার হল। এই চা আবিষ্কারের বছর দশকে পরে ১৮৩৪ সালে লর্ড বেক্টিং ভারতের চায়ের ব্যবসার অনুমোদন দিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর আর দেরি করলেন না, অমনি চা ব্যবসা শুরু করেন। বাগিচা শিল্পের প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি। তিনিই অসমের চা প্রথম কলকাতায় এনে ইংল্যান্ডে রফতানি করেছিলেন। যে বাড়ি থেকে চায়ের ব্যবসা চলে, সে বাড়ির লোকেরা চা-পানে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এ আর নতুন কথা কী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা ছিলেন মজলিসী মানুষ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আপনকথা’ থেকে জানা যায় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দার সামনে লম্বা ঘরে সকালের দিকে চায়ের মজলিস বসত। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অনেক সাহেবসুবোর ভাব-সাব ছিল। একেক দিন সাহেবসুবোররা আসত সেই চায়ের মজলিসে। সেদিন সেখানে পেয়ারী বাবুঁচি উর্দি পরে তরফা খুলিয়ে ফিটস্টিং হয়ে হাজির থাকত সকাল থেকে। ছোট্টদের কোট-প্যান্ট পরিয়ে সাজিয়ে শুঙিয়ে রাখা হত দূরে। চায়ের টেবিলে রাখা থাকত চায়ের পেয়াদা, কাচের প্লেট, মাখন, পাউরুটি, বিস্কুট। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মায়া যাবার পরও চায়ের মজলিস উঠল না। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিন ছেলে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিন গুণী মানুষ। তাঁদের



বাড়িতে তখনও আসতেন বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে পূর্ণিমা ঠাকুর তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, ক্যালকাতা ক্লাবের মাধ্যমে অনেক সাহেবের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁদের বাড়িতে প্রায় সব লাট সাহেবই এসেছিলেন। বাংলার প্রথম ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ছোটলাট তাঁদের বাড়িতে আসতেন বিকেলের দিকে। ছোটলাটের আসার খবর দুপুরের দিকে তাঁর সেক্রেটারি ফোন করে জানালেই বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। দায়িত্বের দায়, কারো, বেহারা সব পরিষ্কার হয়ে হাজির থাকত। লাইব্রেরি ঘরে বসত চায়ের আসর। চারিদিকে দেশি ধরনের কৌচ কদোরা দিয়ে সাজানো থাকত সে ঘর। গগেন্দ্রনাথ ঠাকুর একলা অপেক্ষা করতেন যেখানে। অন্য দুই ভাই চলে যেতেন বাগানে। লাট সাহেবের গাড়ি এলেই গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এগিয়ে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। *কারমাইকেল* কিন্তু

কৌচ কদোরায় না বসে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গদিতে বসে গল্প করতেন, গড়গড়ায় তামাক খেতেন। বাড়ির তৈরি চিড়েভাজা, কড়াইগুটি দিয়ে খেতে খুব ভাল লাগত। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের হাতে তৈরি চিড়েভাজা টিনের কৌটোয় করে বিলেতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়িতে এলে নীচে রাজ্য দুজন বডিগার্ড ঘোড়ায় চড়ে টহল দিয়ে বেড়াত। সময় হয়ে গেলে খবর পাঠাত। কিন্তু সাহেব কিছুতেই উঠতেন না। গল্পই করে যেতেন। ডিনারের টাইম হয়ে গেলেও তাঁদের দুই বন্ধুর গল্প শেষ হত না। ঠাকুরবাড়ির আর এক মজলিসী মানুষ ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। স্বামীজি যখন দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বামীজি, ভগিনী নিবেদিতা এবং আরও কয়েকজনকে তাঁর স্মিথির বাগানবাড়ি মরকত কুঞ্জে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ১৮৯৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মিস ম্যাক লাউভকে লেখা ভগিনী নিবেদিতার চিঠি থেকে ঘটনটা জানা যায়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর চিরকুট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। ভগিনী নিবেদিতা জানিয়েছেন, মরকত কুঞ্জের

ডুইংরুমটি ছিল একেবারে প্রথম শ্রেণির ইউরোপীয় রুচি ও বুদ্ধিতে সজ্জিত রাজকীয় রুমকতলা। সেদিন ওই কক্ষের বাইরের বারান্দায় চায়ের টেবিলে চা পান করেছিলেন তারা চায়ের সঙ্গে আড্ডার একটা গভীর যোগ আছে। কত কিছুই যে ঘটেছে এই চায়ের আড্ডায়। চা-কে কেন্দ্র করে ঘটেছে নক্ষত্র সমাবেশ। মরকত কুঞ্জের চায়ের আসরের কদিন আগেই একটি ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডা বসিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়ে ওঠার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র একবারই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর সে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডা তেই। ১৮৯৯ সালের ২৮ জানুয়ারি এই চায়ের আড্ডাটির আয়োজন করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দেই অনুরোধে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলে ছিলেন, তিনি যদি তাঁর ব্রাহ্ম-বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে আনতে পারেন তাহলে তিনিও সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। সেই নির্দেশ পেয়েই ভগিনী নিবেদিতা চায়ের আসরের আয়োজন করেছিলেন। সে আড্ডায় নিমন্ত্রিত ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, সস্ত্রীক ড. প্রসন্নকুমার রায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সরলা ঘোষাল, তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে আড্ডায় স্বামী বিবেকা নন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুখোমুখি বসাতে পেরেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। দিনটি ছিল ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৯, শনিবার। ভগিনী নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায়, সন্ধ্যার সেই চায়ের আড্ডার মনোরম পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনটি গানও করছিলেন। তাঁর একটি গান ছিল ‘বেলা গেল কতের পর পথ চেয়ে’। গানটির শেষে ছিল ‘এসো শান্তি’ কথা দুটি। ভগিনী নিবেদিতা গানে মুগ্ধ হয়ে যান।

নির্বাসন কাটিয়ে বাঙালি লেখিকা তসলিমা নাসরিন কলকাতায়

বিশেষ প্রতিবেদক

“কোনো কোনো মুহূর্ত যা আর কিছুতেই ফিরে পাওয়া যায় না। আমার ছবিওয়ালা জীবনে তসলিমা নাসরিন ও সলমান রশদির সাক্ষাৎটিও তাই; এই বিখ্যাত ও বিতর্কিত মাধ্যয় জারি থাকা মৃত্যু ফতোয়াধারী দুজনের মুখোমুখি একবারই মাত্র দেখা হয়েছিল তাও কলকাতায়, এবং এই সেই মুহূর্ত যা ওয়ালা এক্সকুসিড হিসাবে পৃথিবীতে একমাত্র আমার ক্যামেরাতেই ধরা আছে। বিশ্ব সাহিত্য মহলে দুজনেরই অবাধ বিচরণ হলেও এই সাক্ষাতের পর আর কোনো দিনই দুজনের একসাথে দেখা যায় নি। ফলে একজন ফটো জার্নালিস্ট হিসাবে আমার কাছে এই ছবিটির গুরুত্ব অপরিসীম। তসলিমা যখন কলকাতায় থাকতো সেইসময় তার বহু ছবি আমি তুলেছি। আলাপ বন্ধুত্ব খুবই ছিলো, যা আজও বজায় আছে। দিল্লী গেলেই আমি ওর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু একটা বিষয় বলতেই হয় যে, যতবারই দেখা হয়েছে ওর কলকাতায় থাকার ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেছে। আজ প্রায় কুড়ি বছর পর যখন তসলিমা কলকাতায় ফিরছে স্বাভাবিকভাবেই সেই খবরে শিল্পী , সাহিত্যিক, পাঠক ও সংস্কৃতি মহলে খুমির হাওয়া। আমিও খুবই আনন্দিত। তসলিমা ও রশদির এই একমাত্র সাক্ষাতের ছবির গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকদিন আগেই লিখেছি। আমার বইয়েও গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। তবুও তসলিমার ফেরার আনন্দে নিজের ছবিটির স্মৃতিচারণ করতে খুব ইচ্ছে হল। গল্পটি তাই আবারও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলা।

বিশ্বে এই দুজন মানুষ একবারই মিলিত হন তাও এই কলকাতায়। পাশাপাশি দেশের দুই প্রান্তের সাহিত্যিক যারা দুজনেই আজ নির্বাসিত স্ব স্ব জগৎ থেকে একবারই তারা কিছুক্ষণ মুখোমুখী হয়েছিলেন। আর সেই সাক্ষাতের ছবি শুধু এক্সক্লুসিভ না পুরো ঘটনাটা নাটকের স্ক্রিপ্টের মত আমারই সাজানো। আর হয়তো কোন সম্ভাবনাই নেই সলমান রশদি এবং তসলিমাকে একসাথে কখনো আবার দেখার! অথচ পৃথিবীতে এই দুজন মানুষ তাদের লেখার জন্য কোন একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সারা পৃথিবী জুড়ে ফতোয়া জারি করে রেখেছে যে এদের কাবুল করার!

ভাবলে অবাক লাগে, সারাজীবন এরা আমার আপনার সাধারণ মানুষের মতো জীবন ধারণ করতে

পারলো না। কত ঘৃনা পুষে রাখার নিদর্শন এটাই যে, এতদিন পরও আমরা দেখলাম সলমান রশদির উপর হামলা করতে। অবাক হয়ে ভাবি, লেখক তার দৃষ্টিকোণে যা লেখে সেটা কারো পছন্দ নাও হতে পারে কিন্তু তাই বলে মৃত্যুর ফতোয়া!

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে আনন্দবাজার প্রতিকায় কলকাতার পাতায় তসলিমা নাসরিন ও সলমান রশদির এই ছবিটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু কি করে ওদের দুজনের দেখা করিয়ে আমি ছবিটা তুললাম তা এখনও ভাবলে খুব আশ্চর্য লাগে। কারণ ওদের দুজনের কাছেও তার আগে কোনো ধারণা ছিল না ওদের দেখা হতে পারে। আমার কাছেও নয়। তসলিমা নাসরিনের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল বন্ধুর মতো। সেসব কথা আমি একদিন শোনাবো। তসলিমার প্রথম প্রথম কলকাতা থাকার সময় ছবি তোলার সূত্রেই আমার সাথে ওর যোগাযোগ। আনন্দ পাবলিশার্স এর বাদলদা,সুবীরদাও আমায় অনেক সাহায্য করেছেন।

তসলিমার অদ্ভুত অদ্ভুত আবদার ছিল। একবার ওর রাতেই শ্মশান দেখার ইচ্ছে হল। প্রথমে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু ওর নাছোড়বান্দা আবদারে কে ওড়াতলা শ্মশানে যেতেই হলো। সেদিন সাহিত্যিক সুনীলদার জন্মদিনের পার্টি ছিল। ওখান থেকেই আমরা অনেক রাতে কেওড়াতলা শ্মশান যাই। সাথে আমি ও বিখ্যাত পরিচালক গৌতম হালদার। সেই রাতে শ্মশানের লম্বা বাসিন্দা ছিল শব্দদেহর। লুপ্তও হচ্ছিল। গৌতমদার গাড়িতেই গেছিলাম আমরা তিনজন। তসলিমা গাড়ি থেকে নেমে মুখ চেয়ে শ্মশানে ঘুরতে লাগে। আমরা একটু গার্ড করে দূরে দূরে ওকে দেখে যাছি। পুলিশ তো আছেই। হঠাৎই আমার কানে এলো, আর এটা তসলিমা নাসরিন না? কিছু শ্মশানযাত্রীর ভিতরে বেশ শোপোগল পরে গেল। তসলিমাকে দেখার জন্য গুঞ্জন। আমরা তড়ি ঘড়ি ওকে টেনে নিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে পালিয়ে বাঁলাম। তসলিমা মাঝে মাঝে আমরা যখনতো, অশোক আমি কোনদিন স্বভূমি যাইনি। একদিন নিয়ে চলে। আমি বলতাম, ঠিক আছে একদিন আস। তার পর থেকে একদিনই তসলিমার সঙ্গে দেখা হয় ওর আবদার শুনতে হতো, ঐ অশোক কবে যাব আমরা স্বস্থমি? এই সব স্মৃতি ভেসে উঠতে শুরু করেছে কলকাতা অন্যমন্য সেরা চিত্র সাংবাদিক অশোক মজুমদারের মনের মধ্যে। তাই তুলে ধরা হল।

‘নদীয়ার মাটিয়ারী রাম মন্দির প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন

নবেন্দু সাহা, নবদ্বীপ

নদীয়ার মাটিয়ারীর রাম মন্দিরটি আড়াইশো বছরের প্রাচীন এক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন, যা স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার পরিবারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস মতো রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের এক জমিদার স্বশ্বাদেশে ভগবান রামচন্দ্রের আরাধনা ও মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ পান। সেই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করেই এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই মন্দিরের বিগ্রহগুলো অত্যন্ত বিরল এবং অনন্য। এখানে রাম ও সীতা সাধারণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে না থেকে হাটু মুড়ে বসে আছেন। অপরদিকে, লক্ষ্মণগী ভিত্তভ



ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাঁদের মাথার ওপর ছত্র ধারণ করে আছেন। মন্দিরের এক পাশে মহাবীর হনুমানের বিগ্রহও রয়েছে। অন্য পাশে রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত শিব লিঙ্গ রয়েছে। কালের নিয়মে অনেক রাজত্ব ও জমিদারির পতন ঘটলেও, মাটিয়ারীর এই প্রাচীন রাম-সীতা মন্দিরটি আজও স্থানীয় মানুষের গভীর ভক্তি ও

চৈতন্যদেবে প্রিয় গ্রন্থ। তিনি প্রায় সময়ে বলতেন যে রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠ করলে ভারতবর্ষ চেনা যায়। ভারতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মহাভারত পাঠ করলে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে যেসব নীতি গ্রহণ করেছেন তা কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অন্যায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণ দেখানোই ন্যায় আনলেন।

দীর্ঘদিন ধরে দূষণের জেরে চুণীর অস্তিত্বই আজ প্রশ্নের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৮ জুলাই : নদীয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী চুণী শুধু একটি নদী নয়, হাজার হাজার মানুষের জীবিকা ও দৈনন্দিন জীবনের অবলম্বন। মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে নদী সংলগ্ন বহু পরিবার



রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে মিশে যাওয়া চুণীর জল কালো হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে নদীতে ব্যাপক হারে মাছ মারা যাচ্ছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মৎস্যজীবীরা। পাশাপাশি নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষের অভিযোগ, রাত্রে নদী থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হওয়ায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি, দূষিত জল ব্যবহারের ফলে অনেকের চর্মরোগ-সহ নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। একসময় বছরে মাত্র একবার দূষিত জল ছাড়া হলেও বর্তমানে বছরে পাঁচ-ছয় বার, এমনকি তারও বেশি বার এই ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। চুণী বাঁচাও কমিটির সদস্যদের দাবি, নদী দূষণ রোধে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বহুব্যার আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও সমাধান মেলেনি। তাঁদের আশঙ্কা, অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে চুণী নদী সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে রানামাটি উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক জানিয়েছেন, ১৯৯৭ সাল থেকে তিনি চুণী নদীর দূষণ রোধে আন্দোলন ও বিভিন্ন মহলে দাবি জানিয়ে আসছেন। যদিও এতদিন উল্লেখযোগ্য ফল মেলেনি। তবে বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রে একই রাজনৈতিক দলের সরকার থাকায় তিনি আশাবাদী, দুই সরকারের সমন্বিত উদ্যোগে বহুদিনের এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। এখন দেখার, চুণীর দূষণ রোধে বাস্তবিকই কত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং প্রাণ ফিঁরে পায় নদী ও নদীনির্ভর মানুষের জীবন।

অন গ্রিড সৌর বিদ্যুৎ পরিষেবা, বিদ্যুৎ বিলের খরচ কমাতে অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ জুলাই : বিদ্যুৎ শাস্ত্রয়ে বিশেষ উদ্যোগ এবার মালদায়। গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুৎ বিলের খরচ কমাতে অভিনব উদ্যোগ নিল বিদ্যুৎ দফতর। কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুক্ত বিজলী যোজনার মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাহকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে অন গ্রিড সৌর বিদ্যুৎ পরিষেবা। যেখানে সৌর বিদ্যুৎ এবং স্থানীয় বিদ্যুৎ অর্থাৎ ইউটিলিটি গ্রিড কে যৌথভাবে সংযোগ করে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা হবে। যার ফলে বিদ্যুৎ শাস্ত্রয় এবং গ্রিডে বিদ্যুৎ জমা করতে পারবেন গ্রাহকরা। বিদ্যুৎ খরচ কমাতে কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্প কে জেলার প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এদিন মালদার পুরাতন মালদা ব্লক অফিসে একটি কর্মশালা মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুক্ত বিজলী যোজনার সুবিধা এবং ব্যবহার তুলে ধরা হয়। কীভাবে কোথায় আবেদন করলে সহজে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে মালদা বিদ্যুৎ বন্টন বিভাগীয় ম্যানেজার সৌমেন দাস জানান, বিদ্যুৎ শাস্ত্রয় এবং নিজেদের তৈরি হওয়া সৌর বিদ্যুৎ জমা করে রাখার ক্ষেত্রে একটি বিকল্প বিদ্যুৎ পরিষেবা এটা গ্রাহকদের সুবিধার্থে সরকারের উদ্যোগে ১ কিলোওয়াটের ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা, ২ কিলোওয়াটের ক্ষেত্রে ৬০,০০০ টাকা এবং ৩ কিলোওয়াট বা তার বেশি ক্ষমতার সিস্টেমের ক্ষেত্রে ৭৮,০০০ টাকা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ভর্তুকির ব্যবস্থা রয়েছে। কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে স্থানীয় বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা বলেন, কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্প অনেক আগে থেকেই রয়েছে। বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ব্যাপকভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে গ্রাহকদের কাছে। এর ফলে বিদ্যুৎ শাস্ত্রয় হবে বিনা খরচেও বিদ্যুৎ ব্যবহারের করতে পারবেন গ্রাহকরা। বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে জানা গেছে, অনলাইনের মাধ্যমে pmsuryaghar.gov.in ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। প্রায় ৫০০টি ঘরে বসানোর প্রক্রিয়া চলছে। জেলায় প্রতিটি গ্রাহকদের বাড়িতে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ আধিকারিকরা।

স্মরণে কাদম্বিনী দেবী - কথাসিল্প সংস্থার উদ্যোগে পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুলাই : সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তিনি প্রথম মহিলা চিকিৎসক ও নারী শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। শনিবার তার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শনিবার কৃষ্ণনগর কথাসিল্প সংস্থার উদ্যোগে মহলাকক্ষে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত



বক্তার তার জীবনসংগ্রাম, শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা এবং সমাজ সংস্কারে অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। মূল আলোচক পীতম ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন, - যে সময়ে নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত, সেই সময়েই কাদম্বিনী চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নানা বাধা, মেডিক্যাল কাউন্সিলের আপত্তি এবং একাধিক প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি পিছিয়ে যাননি। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন অধ্যক্ষ ডা. কেঁসরের উদ্যোগে তিনি চিকিৎসাবিদ্যার ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপরে বিদেশে গিয়ে

আরও উচ্চতর চিকিৎসাসিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স ও বি.এ. উত্তীর্ণ প্রথম ভারতীয় নারীদের অন্যতম এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম নারী বক্তাও ছিলেন। তিনি। প্রসঙ্গত, অনুষ্ঠানের শেষে কথাসিল্পের ছাত্রীরা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করে কবিতা পাঠ করেন। এদিন উপস্থিত সকলেই তাঁর জীবনসংগ্রামকে আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভুটান থেকে নেমে আসা একাধিক নদীর জলস্তর বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৮ জুলাই : উত্তরবঙ্গ অবিরাম বৃষ্টি। গত কয়েকদিন ধরে ভুটান পাছাড় ও আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকে লাগাতার ভারী বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভুটান পাছাড় থেকে নেমে আসা একাধিক পাছাড়ি নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাংরি নদীর জলস্তর এতটাই বেশি যে, নদীর জল রাজা সড়ককে ওপরি দিয়ে গিয়েছে। ফলে মাদারিহাট- টোটোপাড়া এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। মাদারিহাটের হলং নদীতেও জলস্তর বেড়েছে। প্রবল স্রোতের তোড়ে হলং নদীর উপরে নির্মিত অস্থায়ী পায়ে চলার সেতুটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কলং নদীর দু’দিকের গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত স্তব্ধ। একই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে ভুটান থেকে নেমে আসা জলবীরপাড়া নদীও।

মুর্শিদাবাদে পুলকার দুর্ঘটনার ২৪ ঘন্টা পর আরও জোরালো গেটম্যানের গাফিলতি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ জুলাই : বহরমপুর থানার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ রেলগেটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক পুলকার দুর্ঘটনার ২৪ ঘন্টা পর প্রকাশ্যে এলো গেটম্যানের গাফিলতির আরও তথ্য। নন-ইন্টারলকিং রেলগেটে ভুলবশত গেট তুলে দেওয়ার জেরেই প্রাণ গেছে এক সাইকেল আরোহী সহ রয়েল একাডেমী স্কুলের ৪ জন পড়ুয়া। তদন্তকারীদের অনুমান গেটটি ইন্টারলকিং হলে স্টেশনমাস্টার কাছে গেটটি খোলা ও বন্ধ করার ক্ষমতা থাকতো। সেক্ষেত্রে এত বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব ছিল। পুলিশ ও রেল সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ৬.৪৫ নাগাদ আপ ‘ গ্ৰু ’ হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস কর্ণসুবর্ণ স্টেশন পার করার পরই দায়িত্বপ্রাপ্ত গেটম্যান ভুলবশত রেলগেট তুলে দেন। সেই সময় একটি ছাত্র বোঝাই পুলকার লাইন পার হচ্ছিলেন। পুলকারটি লাইনে ঢুকে পড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই উল্টো দিক থেকে তীব্র গতিতে চলে আসে ডাউন কাটোয়া- নিমতিতা লোকাল ট্রেন।

রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর রাজ্যের

কলকাতা, ১৮ জুলাই : রাজ্য সরকার পরিবেশ রক্ষায় রাজ্যজুড়ে গাছ লাগানোর জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে। বনগুপ্তের তরফে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দশ কোটি গাছ লাগানোর জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড, শ্যামাোসাদ মুখার্জী বন্দর, ইন্ডিয়ান অয়েল, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম বর্ধমানে ৯০ হেক্টর খনি এলাকায় ইসিএল ১ লক্ষ, ইন্ডিয়ান অয়েল পূর্ব মেদিনীপুরের দেড়শো হেক্টর জমিতে ২১ লক্ষ মান্যপ্রাপ্ত অনাড়ম্বর ডিভিসি বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার ৭৯ হেক্টর জমিতে এক লক্ষ চারো গাছ রোপন করবে বলে জানা গেছে।

ময়নায় অন্নপূর্ণা বাজারে আঙুন, ভন্মীভূত চারটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ জুলাই : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানা এলাকার অন্নপূর্ণা বাজারে শনিবার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চারটি দোকান পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং আরও একটি দোকান আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোর আনুমানিক তিনটো নাগাদ বাজারের কয়েকটি দোকান থেকে হঠাৎই আগুনের শিখা এবং ঘোঁরা বের হতে দেখা যায়। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আঙুন মেলানোর কাজে হাত লাগান। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকল কর্মী ও স্থানীয় মানুষের যৌথ প্রচেষ্টায় আঙুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আঙুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক অনুমানে শর্ট সার্কিট হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তার হার জীবনসংগ্রাম, শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা এবং সমাজ সংস্কারে অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। মূল আলোচক পীতম ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন, - যে সময়ে নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত, সেই সময়েই কাদম্বিনী চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নানা বাধা, মেডিক্যাল কাউন্সিলের আপত্তি এবং একাধিক প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি পিছিয়ে যাননি। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন অধ্যক্ষ ডা. কেঁসরের উদ্যোগে তিনি চিকিৎসাবিদ্যার ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপরে বিদেশে গিয়ে

দুই বাইকের সংঘর্ষে কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, এগরা, ১৮ জুলাই : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানা এলাকার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন অঞ্চলে শুক্রবার রাত্রে দুটি বাইকের সংঘর্ষে দুই কিশোরের নাম সুমন মায়ি (১৭) ও এগরারই গৌরদহা গ্রামের বাসিন্দা ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ এগরা বাসস্ট্যান্ডের কাছে দুটি দ্রুতগামী মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে অপরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষটি এতটাই জোরােলা ছিল যে দুটি বাইকই দুমড়েমুচড়ে যায় এবং সুমন রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হয়। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা তপরতর সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় সুমনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা পরীক্ষার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহাটি মননাতত্ত্বের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুলিশ ঘটনার দন্তত্ব শুরু করেছে।

মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পরই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে গেটম্যান নেশাগ্রস্ত ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। তবে মেডিকেল টেস্টে তা প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, গেটম্যানের গাফিলতির জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিএনএস-এর ১০৫ ধারা সহ আরও একাধিক ধারায় অজিমগঞ্জ জিআরপি থানায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। গৃত গেটম্যানের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে তাকে আদালতে পেশ করা হবে। তবে তদন্তকারীদের একটি সূত্রের দাবি, ‘ গ্ৰু ’ ট্রেনটি যাওয়ার কারণে ওই রেল গেটটি দীর্ঘক্ষণ বন্ধ ছিল। এই কারণে কর্ণসুবর্ণ ট্রেন আবার আসে গেলে কিছু মানুষ ওই গেটম্যানকে রেল গেটটি খোলার জন্য ‘চাপ’ দিয়েছিলেন। যদিও দুর্ঘটনার পর তাঁদের আর দেখা মেলেনি। যদিও রেল কর্তৃপক্ষের দাবি কোনও ‘চাপের’ কারণে যদি ওই গেটম্যান সেটি খুলে থাকেন, তিনি

দেশে ফিরেও, ছিন্নমূল সুনালী ও সুইট্রা, বঞ্চিত সরকারি প্রকল্পে

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ১৮ জুলাই : দেশে ফিরেও ছিন্নমূল সুনালী, সুইট্রা। দেশের নাগরিক হয়েও, উদ্ভাস্ত হওয়ার যন্ত্রনা তাদের বুকে। তবুও, দেশভাগের সময়, স্বাভাস্তদের মানবিক অধিকার ছিলো। এক্ষেত্রে সুনালী, সুইট্রাদের সেই অধিকার টুকুও নেই। সুনালী খাতুন, সন্তান সন্তবা অবস্থায়, এক সন্তান সহ গত বছর ৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরেন। চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি রামপুরহাট স্টেশনে তার পরিবারের ৮ জুলাই সুইটি বিবি, তাঁর দুই নাবালক সন্তান ও দানেশ সেখ দেশে ফেরেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নাগরিকত্ব পাওয়ার আদৌ কোন সরকারি প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে কিনা, এটা কেউ জানে না। একমাত্র দেশের উচ্চ আদালত ভরসা। দিগত রাজ্য সরকার এবং রাজসভার প্রাক্তন সাংসদ সার্মিরুল ইসলাম এই অসহায় দুটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট করে। তাদের তদারকিতে দেশের উচ্চ আদালতে মামলা হয়, বাংলাদেশে বন্দি দশা অবস্থায় সেখানে তাদের জামিনের ব্যবস্থা সহ সমস্ত মানবিক সাহায্য প্রদান করা হয়। রাজ্যে পালা বদলের পরও, সার্মিরুল ইসলাম সম্প্রতি দুই পরিবারের সাথে পাইকর গ্রামে দেখা করে আসেন। সুনালীর পরিবারের ৫ সদস্য এবং সুইটি পরিবারের ৪ সদস্যদের হাতে জামাকাপড় তুলে দেন। সুইটি বিবির দরজির কাজ জানা আছে কিনা, জানতে চান তিনি ।

পাশাপাশি, অনারাজ্যে কোনো সুযোগ থাকলে, চেষ্টা করবেন বলে সাংসদ জানান। সবটাই অনিশ্চিত। সুনালী বিবির স্বামী দানেশ সেখ সদ্য দেশে ফিরেছেন। পাইকর গ্রামে সুনালীর বাগের বাড়িতে উঠেছেন। ভাই সুরষ সেখের স্ত্রী সীমা খাতুন জানান, একটা ঘরে সবাই থাকেন। ঘরের চাল ফুটো। একটা ত্রিপলও জোটে নি। বর্ষায়, সেই ঘর ভেসে যায়। রেশন পান না জোন্সো বিবি, সুনালী খাতুন সহ সকল সদস্য। কেবল সুনালীর বড় দিদি কারিমা খাতুন রেশন পান। তবে তিনি অনারাজ্যে থাকেন। সুনালী জানান, ভাই সুরষ দৈনিক ২০০ টাকা জিন্মায় ভাড়া গাড়ি চালিয়ে এতগুলো পোষার পেট ভরতে আপারগড় কারিগ সুরষ সারাদিন ৬৫০ টাকা রোজগার করে ১৫০ টাকা নিয়ে ঘরে ফেরেন। তিনি আরও বলেন, পঞ্চায়েত গেলে, আধিকারিকরা বলেন, ব্লকে যেতে। সেখানে গিয়ে কোনো কিছু হদিশ পাই না। আমরা ভোটার না। আমাদের কথা কেউ শোনে না। একই অবহেলায় ভুগতে হচ্ছে সুইটি বিবিদের। পাইকরে মা



নেই। নথিভুক্ত করণের সময়, তারা ছিলেন না গ্রামে। সরকার কাজ দিতে পারে নি, তাই ভিন রাজ্যে তারা যেতে বাধ্য হন, এ দায়, ব্যর্থতা কার? এই উত্তর দুটো পরিবার আজও পায়নি। সুনালীর স্বামী দানেশ সেখের পারিবারিক দিল্লি ১৯৬৫ সালের। দানেশ সেখের মা দিলরুবা বিবির নাম ২০০৭ সালের ভোটার তালিকায় আছে। দানেশ সেখের বাবা একাদ্মদিন সেখের নাম ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে আছে। অন্যদিকে, সুইটি বিবির কাছে পাইকরের আধার কার্ড আছে, স্কিল্লির রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, ছোট ছেলে ইমাম সেখের বার্থ সার্টিফিকেট আছে। সুইটি বিবির মা নাজিনা বিবির ভোটার কার্ড আছে। ঝাড়খণ্ডের নগরেনবীর বাসিন্দা সুইটি বিবির বাবা সাইতুল সেখের নাম এস আই আর নির্ধারিত ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত। তবুও ছেলে ইমাম, এস আই আর ম্যাপিংয়ে কেন আসবে না? এমন প্রচুর প্রশ্ন শুধু এই দুটি পরিবার নয়, প্রায় ২৬ লক্ষ দেশবাসীর প্রশ্ন। তারা ভোটার না হলে, সরকারি সুবিধার ভবিষ্যত কী হবে? প্রশ্ন সুনালী ও সুইটি বিবিদের। আপাতত আদালতের রায়ের দিকে তারা তাকিয়ে।

ভারতে বিদেশি পর্যটকদের জন্য হোটেল বুকিংয়ের নিয়মে কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নিয়ামপুর, ১৮ জুলাই : জানেন কি ভারতবর্ষে যে কোনও বিদেশি পর্যটক আসলে রয়েছে এক বিশেষ নিয়ম, সেই নিয়ম না মানলে ঠাই হবে না দেশের কোনও হোটেলেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি নদীয়া জেলার মায়াপুর ইসকনে সারা বছরই পর্যটবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদেশি পর্যটকেরা আসেন। সেই সমস্ত পর্যটকদের ফিল করতে হবে ফর্ম ‘সি’ যদিও এই নিয়ম কোন নতুন নিয়ম নয়, তবে সাম্প্রতিক প্রশাসনের সঙ্গে মায়াপুর সংলগ্ন হোটেলের মালিকদের একটি বৈঠকের পর এই নিয়ম আরও কড়াকড়ি করা হয় বলে জানা গেছে। মায়াপুরের জেনারেল ডিরেক্টর কৃষ্ণ বিজয় দাস জানান, এই নিয়মটি কোনও নতুন বিষয় নয়, বরং দীর্ঘ বছর ধরে সমগ্র ভারতেই এটি কার্যকর রয়েছে। জানা যায়, পূর্বে এই ফর্মটি কাগজের মাধ্যমে (হার্ড কপি) জমা দিতে হত। তবে

নথিভুক্ত চাল কলগুলিকে চলতি মাসেই তাদের প্রাপ্য বকেয়া চাল মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ

কলকাতা, ১৮ জুলাই : জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় মজুত ভান্ডার বা সেন্ট্রাল পুল এর জন্য রাজ্য সরকার নথিভুক্ত চাল কলগুলিকে চলতি মাসেই তাদের প্রাপ্য বকেয়া চাল মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সেন্ট্রাল পুল এর জন্য চালকল গুলির কাছে এখনো পর্যন্ত পাওনা এক লক্ষ ৬০ হাজার ম্যাট্রিক টন চাল দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য খাদ্য দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের

মজুত ভান্ডারে এখনও ৫ লক্ষ ৭ হাজার ম্যাট্রিক টন চাল পাওনা বকেয়া রয়েছে। এই সময়ে সরকারি গুদামে ৩২ লক্ষ ৮৬ হাজার ম্যাট্রিক টন চাল জমা পড়েছে। সেন্ট্রাল পুলে রাখা চাল থেকে রাজ্যের ২৭ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে এখনো পর্যন্ত ৪৮ লক্ষ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন ধান কিনেছে।

হরিপালে প্রশাসনিক বৈঠক, শ্রাবণী মেলা ২০২৬-এর প্রস্তুতিতে জোর নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৮ জুলাই : শ্রাবণী মেলা ২০২৬-কে স্টুঠ, নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শনিবার হরিপাল ব্লক



নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) ও শ্রম প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, রাজ্যের মন্ত্রী সুমনা সরকার, তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মতারা। বৈঠকে মেলার সময় ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, ভিড নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পরিকল্পনা, জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থা এবং মেলার সামগ্রিক পরিচালনা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকলের সহযোগিতায় এবারের শ্রাবণী মেলাকে আরও সুষ্ঠু ও আনন্দমুখর করে তুলতে সরকার সম্প্রতি নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের আশা, জনসাধারণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিভিন্ন দফতরের সমন্বিত উদ্যোগে শ্রাবণী মেলা ২০২৬ শান্তিপূর্ণ ও সফলভাবে সম্পন্ন হবে।

কলকাতা ও পূর্ব বর্ধমানে খুলল ‘জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোর’

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : দামে শাস্রয়ী এবং গুণগত মানসম্পন্ন ঔষধ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে জেনেরিক ঔষধ ব্যবহারে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ আরও এক ধাপ এগোল। কলকাতা ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় শনিবার ‘জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোর’-এর দুটি নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন-ঔষধ প্রকল্পের পাশাপাশি জেনেরিক ঔষধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসার ব্যয় কমানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রসঙ্গক্রমে, কলকাতার হাজার রোডে ন্যাশনাল হাইস্কুলের বিপরীতে ‘হেলদি ফ্যামিলি জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোর’-এর উদ্বোধন করেন বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেন্নার অফ কর্মার্সের সভাপতি তথা চলচ্চিত্র প্রযোজক কিরাদাউসুল হাসান। এদিনের বিরুদ্ধানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক শ্রীপাদ কোলহাটকর, সলিম সাইয়াদ, প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) শরদ ঝুনঝুনওয়ালা, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রেয়স চিটিনস ও অধ্যক্ষিক প্রধান পূর্ণা সেনগুপ্ত। একই দিনে পূর্ব বর্ধমানের কেশবগঞ্জ চাট, জি টি রোডে ‘শ্রী মা জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোর’-এরও উদ্বোধন হয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত, জেনেরিক ঔষধের গুণগত মান ব্র্যান্ডেড ঔষধের সমতুল্য হলেও দাম তুলনায় অনেক কম। ফলে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের চিকিৎসার খরচ অনেকটাই কমানো সম্ভব। কেন্দ্রের লক্ষ্য, কম খরচে গুণগত মানসম্পন্ন ঔষধের প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করে সকলের জন্য শাস্রয়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজলভ্য করে তোলা।

আমার নামে তোলাবাজি বরদাস্ত নয়, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কড়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান, ১৮ জুলাই : রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক মন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল তাঁর নামে চলা ত থাকৃথিত তোলাবাজি, কাটম্যানি, সিভিল্কেট এবং জোরপূর্বক টাকা আদায়ের ঘটনার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছেন। একটি ডিভিও বার্তার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর, মুখ্যমন্ত্রীর বা সরকারের অন্য কোনও মন্ত্রীর নাম করে টাকা চায়, তবে বেনে অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন যে, গত কয়েকদিন ধরে তাঁর কাছে লাগাতার অভিযোগ আসছিল যে কিছু মানুষ তাঁর নাম ব্যবহার করে বাজার এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এই ধরনের কার্যকলাপ কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী আগেই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে কাটম্যানি, গুস্তা ট্যাঙ্গল, সিভিল্কেট এবং তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজন পালে তিনি নিজেও এই ধরণের মানুষদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবেন। অভিযোগ

জানানোর ক্ষেত্রে মন্ত্রী সাধারণ মানুষকে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সাথে রাখার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, অনেক সময় কাটিকে বদনাম করার জন্যও তাঁর নাম ব্যবহার করা হতে পারে, তাই প্রমাণ ছাড়া কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা

লরি ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৮ জুলাই : বাঁকুড়ায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হারছে এক যুবকের। তাঁর নাম মনোব ভাঙুরী (৪০)। একটি লরি ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে হয়। শুক্রবার মধ্যরাত্রে ঘণ্টাখি ঘটে বাঁকুড়ার রানিগঞ্জ এলাকার গঙ্গাজলঘাটি থানার দুর্লভপুর উড়ালপুলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তারা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক মানবকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি শাশ্তিনিকেতনের বাসিন্দা। নিজের গাড়ি চালিয়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাড়ি ফিরছিলেন ওই যুবক। গাড়ি দুর্লভপুর উড়ালপুলে পৌঁছেতেই ঘটে দুর্ঘটনা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

অফিসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক

বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় আগত লক্ষাধিক ভক্তের নিরাপত্তা, নির্বিঘ্ন যাতায়াত, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, পরিকল্পনা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) ও শ্রম প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, রাজ্যের মন্ত্রী সুমনা সরকার, তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মতারা। বৈঠকে মেলার সময় ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, ভিড নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পরিকল্পনা, জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থা এবং মেলার সামগ্রিক পরিচালনা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকলের সহযোগিতায় এবারের শ্রাবণী মেলাকে আরও সুষ্ঠু ও আনন্দমুখর করে তুলতে সরকার সম্প্রতি নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের আশা, জনসাধারণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিভিন্ন দফতরের সমন্বিত উদ্যোগে শ্রাবণী মেলা ২০২৬ শান্তিপূর্ণ ও সফলভাবে সম্পন্ন হবে।

কলকাতা ও পূর্ব বর্ধমানে খুলল ‘জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোর’

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : দামে শাস্রয়ী এবং গুণগত মানসম্পন্ন ঔষধ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে জেনেরিক ঔষধ ব্যবহারে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ আরও এক ধাপ এগোল। কলকাতা ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় শনিবার ‘জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোর’-এর দুটি নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন-ঔষধ প্রকল্পের পাশাপাশি জেনেরিক ঔষধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসার ব্যয় কমানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রসঙ্গক্রমে, কলকাতার হাজার রোডে ন্যাশনাল হাইস্কুলের বিপরীতে ‘হেলদি ফ্যামিলি জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোর’-এর উদ্বোধন করেন বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেন্নার অফ কর্মার্সের সভাপতি তথা চলচ্চিত্র প্রযোজক কিরাদাউসুল হাসান। এদিনের বিরুদ্ধানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক শ্রীপাদ কোলহাটকর, সলিম সাইয়াদ, প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) শরদ ঝুনঝুনওয়ালা, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রেয়স চিটিনস ও অধ্যক্ষিক প্রধান পূর্ণা সেনগুপ্ত। একই দিনে পূর্ব বর্ধমানের কেশবগঞ্জ চাট, জি টি রোডে ‘শ্রী মা জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোর’-এরও উদ্বোধন হয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত, জেনেরিক ঔষধের গুণগত মান ব্র্যান্ডেড ঔষধের সমতুল্য হলেও দাম তুলনায় অনেক কম। ফলে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের চিকিৎসার খরচ অনেকটাই কমানো সম্ভব। কেন্দ্রের লক্ষ্য, কম খরচে গুণগত মানসম্পন্ন ঔষধের প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করে সকলের জন্য শাস্রয়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজলভ্য করে তোলা।

আমার নামে তোলাবাজি বরদাস্ত নয়, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কড়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান, ১৮ জুলাই : রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক মন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল তাঁর নামে চলা ত থাকৃথিত তোলাবাজি, কাটম্যানি, সিভিল্কেট এবং জোরপূর্বক টাকা আদায়ের ঘটনার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছেন। একটি ডিভিও বার্তার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর, মুখ্যমন্ত্রীর বা সরকারের অন্য কোনও মন্ত্রীর নাম করে টাকা চায়, তবে বেনে অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন যে, গত কয়েকদিন ধরে তাঁর কাছে লাগাতার অভিযোগ আসছিল যে কিছু মানুষ তাঁর নাম ব্যবহার করে বাজার এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এই ধরনের কার্যকলাপ কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী আগেই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে কাটম্যানি, গুস্তা ট্যাঙ্গল, সিভিল্কেট এবং তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজন পালে তিনি নিজেও এই ধরণের মানুষদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবেন। অভিযোগ

Panihati Municipality BT Road, Panihati, KOL-700114 NIQ
<

অযোধ্যায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় উত্তাল উত্তরপ্রদেশ

অযোধ্যায় জিএসটির বড়সড় অভিযান, গাড়ি থেকে উদ্ধার সাড়ে ৩ কুইন্টাল সোনা-রুপোর গয়না

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : অযোধ্যায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় উত্তাল উত্তরপ্রদেশ। একদিকে রামমন্দিরে দানের অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী চুরির অভিযোগে ঘিরে দেশজুড়ে চলছে তুমুল আলোচনা, অন্যদিকে সেই আবহেই জিএসটি বিভাগের অভিযানে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপোর গয়না। অযোধ্যা-লখনউ জাতীয় সকেে তল্লাশি চালিয়ে একটি বিলাসবহুল স্পোর্টস কার থেকে প্রায় সাাে ৬ কুইন্টাল সোনা ও রুপোর অলংকার বাজেয়াপ্ত করেছেন অধিকারিকরা। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ গয়নার কোনও বৈধ নথি বা পরিবহণ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তাক্ষণিকভাবে সেগুলি জব্দ করা হয়েছে।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে জিএসটি বিভাগের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে অযোধ্যা-লখনউ হাইওয়ে দিয়ে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান গয়না অবৈধভাবে পরিবহণ করা হচ্ছে। খবর পাওয়ার পরই জিএসটি অধিকারিকরা স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় রোনোই টোল প্লাজায় বিশেষ তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। টোল প্লাজা দিয়ে যাওয়া একের পর এক গাড়ি খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। সেই সময় একটি সাদেহজনক স্পোর্টস কারকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।গাড়ি ভিতরে ঢুকতেই কার্যত

চমকে ওঠেন অধিকারিকরা। সেখানে বিপুল পরিমাণ রুপোর সামগ্রী, রুপোর গয়না এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সোনার অলংকার সযত্নে রাখা ছিল।



প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া সমস্ত গয়নার মোট ওজন প্রায় সা।ে ৬ কুইন্টাল। এত বিপুল পরিমাণ মূল্যবান অলংকারের উস ও পরিবহণের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তদন্তকারী অধিকারিকদের মনেজিএসটির অতিরিক্ত কমিশনার ব্রিজেশ কুমার রিশ্ত জানিয়েছেন, গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের কাছে গয়নার মালিকানা, ক্রয়-বিক্রয় কিংবা পরিবহণ সংক্রান্ত কোনও বৈধ চালান, ট্যাক্স ইনভয়েস বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি ছিল না। আইন অনুযায়ী বৈধ

প্রয়োজনীয় নথি পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, নিরাপত্তার স্বার্থে উদ্ধার হওয়া সোনা ও রুপোর গয়নাগুলি সরকারি কোষাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি সরকারি হেফাজতেই থাকবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্তরা বৈধ কাগজপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে জিএসটি আইন ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের অধীনে জরিমানা এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হবে।তদন্তকারীদের মতে, এই ঘটনায় কর ফাকি, অবৈধ বাণিজ্য অথবা অন্য কোনও আর্থিক অনিয়মের সন্ধানও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গয়নাগুলির প্রকৃত মালিক কে, কোথা থেকে সেগুলি আনা হচ্ছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল-এই সমস্ত বিষয়েই বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রয়োজনে আয়কর বিভাগ, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বা অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার সহযোগিতাও নেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।এই ঘটনার বিশেষ তাপর্ষ রয়েছে কারণ সম্প্রতি

হাজার টাকা করে আত্মসাৎ শুরু করেন। পরবর্তীকালে সেই চক্রের আরও কয়েকজন যুক্ত হন এবং সংগঠিতভাবে চুরির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকায় পৌঁছে যায়। তদন্তকারীদের দাবি, একসময় প্রতিদিন প্রায় ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দানের অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছিল। শুধু নগদ অর্থ নয়, মূল্যবান রত্ন, অলংকার ও অন্যান্য দামী সামগ্রীও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগে উঠেছে। পুরো ঘটনার আর্থিক দিক খতিয়ে দেখতে তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে। তবে প্রশাসন এখনও পর্যন্ত রামমন্দিরে চুরির মামলার সঙ্গে জিএসটির সাম্প্রতিক গয়না উদ্ধারের ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি। দুই ঘটনাই পৃথকভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। তবুও একই সময়ে অযোধ্যায় একদিকে মন্দিরে আর্থিক দূনীতির অভিযোগ এবং অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ সোনা-রুপোর গয়না উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।বর্তমানে বাজেয়াপ্ত গয়নাগুলির মূল্য, উস এবং মালিকানা যাচাইয়ের কাজ চলছে। তদন্ত শেষ না হওয়া সত্ত্বেও এই রহস্য আরও গভীর হবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। বৈধ নথি জমা দেওয়া হয় কি না এবং তদন্তে নতুন কোনও তথ্য সামনে আসে কি না, সেদিকেই এখন নজর প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের।

সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, চিকিৎসা চলছেঃ সফদরজং হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি.স.)ঃ টানা ২১ দিন অনশনের পর সমাজকর্মী ও পরিষেবা আন্দোলনের মুখ সোনম ওয়াংচুককে শনিবার সকালে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন অনশনের কারণে তিনি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং শরীরে মৃদু জলশূন্যতার লক্ষণ রয়েছে। তবে তাঁর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক সূচক (ভিটালস) প্যারামিটার) আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে। সফদরজং হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. চারু বহ্মা জানান, শনিবার সকাল প্রায় ৭টা ৪০ মিনিটে ওয়াংচুককে হাসপাতালে আনা হয়। প্রথমে জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করেন। পরে তাঁকে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, সজাগ এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। ডা. বহ্মার কথায়, দীর্ঘ অনশনের জেরে শরীরে সামান্য জলশূন্যতা দেখা দিয়েছে, যার প্রভাবেই ইলেকট্রোলাইটের

ভারসাম্যেও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে তা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। চিকিৎসকদের একটি দল তাঁর শারীরিক অবস্থা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থাকে স্থিতিশীল বলেই জানিয়েছে হাসপাতাল। এদিকে, সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে ভর্তি করার পর তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো স্পষ্ট জানিয়েছেন, পরিবারের সম্মতি ছাড়া তাঁর স্বামীর উপর কোনও চিকিৎসা বা চিকিৎসাজনিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যারা ওয়াংচুকের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের এবং পরিবারের অনুমতি ছাড়া কোনও গুপ্ত, ইনজেকশন বা অন্য কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয়। ওয়াংচুক হেস্তে অনশন চালিয়ে যেতে চান, তাই তাঁর সম্মতি ছাড়া মুখে কোনও খাবার বা তরলও দেওয়া উচিত নয় বলেও দাবি করেন তিনি। উল্লেখ্য, নিট প্রশ্রফাস-কাণ্ডে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দু প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর

মন্তরে গত ২৮ জুন থেকে অনশন শুরু করেন সোনম ওয়াংচুক। শুক্রবার তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ২০ জুলাই পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাবেন। তবে শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশ তাঁকে অনশন মঞ্চ থেকে সরিয়ে সফদরজং হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। শনিবার, দিল্লির ডিসিপি শচীন শর্মা জানান, দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে, চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করেই তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। অন্যদিকে, আন্দোলনকারী সংগঠন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপ অভিযোগ করেন, পুলিশ সকালেই যন্তর মন্তরে পৌঁছে জোর করে ওয়াংচুককে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আন্দোলনকারীদেরও সেখান থেকে তুলে দেয়। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

সোনম ওয়াংচুককে সরানোর ঘটনায় কেন্দ্রকে নিশানা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি.স.)ঃ অনশনরত সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে যন্তর মন্তরে থেকে সরিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন আম আদমি পার্টির (এএপি) জাতীয় আওয়াক অববিদ কেজরিওয়াল। তাঁর অভিযোগে, আন্দোলন ছাড়াতেই সরকারের সমস্ত অভিযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে, অথচ ছাত্রদের প্রকৃত দাবির প্রতি কোনও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে এক ভিডিও বার্তাতে কেজরিওয়াল বলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি জানতে পারেন, অত্যন্ত অনভিপ্রেত ও অমানবিকভাবে সোনম ওয়াংচুককে অনশন মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর অনশন ভাঙারও চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন, মহাশ্া গান্ধীও দীর্ঘ সময় অনশন করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ

সরকারও তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে কেজরিওয়াল অভিযোগ করে প্রশ্ন তোলেন, এই তরুণ-তরুণীরা আসলে কি চাইছে? তারা তো দেশেরই সন্তান। তারা শুধু একটি স্বচ্ছ ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশ্রফাসের অবসান এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা দাবি করছে। কিন্তু সেই দাবিগুলি পূরণের বদলে সরকার আন্দোলন ব্যর্থ করা, তাকে বদনাম করা এবং আন্দোলনকারীদের অমান্য করাতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। উল্লেখ্য, নিট প্রশ্রফাস-কাণ্ডে কেন্দ্রয়.শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দু প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশন শুরু করেন সোনম ওয়াংচুক। অনশনের ২১তম দিনে শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশ তাঁকে অনশন মঞ্চ থেকে সরিয়ে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সরকারও তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে কেজরিওয়াল অভিযোগ করে প্রশ্ন তোলেন, এই তরুণ-তরুণীরা আসলে কি চাইছে? তারা তো দেশেরই সন্তান। তারা শুধু একটি স্বচ্ছ ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশ্রফাসের অবসান এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা দাবি করছে। কিন্তু সেই দাবিগুলি পূরণের বদলে সরকার আন্দোলন ব্যর্থ করা, তাকে বদনাম করা এবং আন্দোলনকারীদের অমান্য করাতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। উল্লেখ্য, নিট প্রশ্রফাস-কাণ্ডে কেন্দ্রয়.শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দু প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশন শুরু করেন সোনম ওয়াংচুক। অনশনের ২১তম দিনে শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশ তাঁকে অনশন মঞ্চ থেকে সরিয়ে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যায়।



শ্রীহরিকোটা, ১৮ জুলাই (হি.স.)ঃ ভারতের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি করুণপথগামী যান ‘বিক্রম-১’-এর প্রথম সফল উক্ষেপণ করেছে স্নাইফুট এরোস্পেস। শনিবার দুপুর ১১টা ৫ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে সোটার উক্ষেপণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরে শ্র মোদী এই মিশনকে ভারতের মহাকাশ অভিযানের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, চার-পর্যায়ের এই রকেট দেশের তরুণদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রতিকলন। শনিবার সকালে ‘উক্ষেপণ নিয়ে এক হ্যাভলে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লিখেছেন, ‘মহাকাশ যাত্রায় এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এই অভিযান আমাদের যুবসমাজের মেধা, সংকল্প এবং উদ্যোগী মনোভাবকে তুলে ধরে। সফল উৎক্ষেপণের জন্য স্নাইফুট আরোস্পেসের পুরো টিমকে অমূল্য আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিক্রম-১ যেন ইতিহাস তৈরি করে। সকলকে টিম স্নাইফুটের সাফল্য কামনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’

পানিহাটিতে পুলিশের বাধ্য আটকাল তীর্থঙ্কর ঘোষের কর্মসূচি

পানিহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ জুলাই :উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শনিবার নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। নির্ধারিত কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বিজেপি নেতা তীর্থঙ্কর ঘোষকে পুলিশ পথেই আটকে নেয়। দীর্ঘক্ষণ পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বাস্তিতত্তার পর শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর এগোতে দেওয়া হয়নি। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুলিশ নির্দেশে মেনে তাঁকে সেখান থেকেই ফিরে যেতে হয়। ঘটনাক্রমে ঘিরে এলাকার রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে এবং শাসক-বিরোধী তরজা আরও তীব্র হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই পানিহাটির নির্দিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করে পুলিশ। গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং প্রবেশপথে ব্যারিকেড বসানো হয়। বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী ও আধিকারিক মোতায়েন করা হয় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। এরই মধ্যে তীর্থঙ্কর ঘোষ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশ নিতে রওনা হন। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ তাঁর গাড়ির বহর থামিয়ে দেয় এবং সামনে এগোনোর অনুমতি দেয়নি। পুলিশের এই পদক্ষেপের পর ঘটনাস্থলেই শুরু হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি। বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা পুলিশের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই বিরোধী দলের কর্মসূচিতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ জানায়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং সম্ভাব্য অশান্তি এড়ানোর স্বার্থেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ আইন মেনেই করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে কিছু সময় ধরে তীর্থঙ্কর ঘোষ পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি জানতে চান, কোন আইনের ভিত্তিতে তাঁকে আটকে দেওয়া হচ্ছে এবং কেন নির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের সময় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা যায়।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে তার স্টেশনগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তি-ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা শক্তিশালী করছে

গোরখপুর, ১৮ই জুলাইঃ যাত্রীদের একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ এবং বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে তার স্টেশনগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তি-ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা ক্রমাগত শক্তিশালী করছে। প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশনায়, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট ইএনএইচএম উইং আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং জৈবনৈিক পদ্ধতি ব্যবহার করে স্টেশনগুলি কার্যকরভাবে পরিষ্কার করছে। ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলি পরিষ্কার করার সময় রেলওয়ে বোর্ড-অনুমোদিত, পরিবেশ-বান্ধব এবং বায়োডিজেডেল রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যা পরিচ্ছন্নতা এবং



পরিষ্কার করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এবং পরিচ্ছন্নতার ধারাবাহিক মান বজায় রাখাও কঠিন ছিল। যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা এবং ভারতীয় রেলওয়ের নির্ধারিত উচ্চ পরিচ্ছন্নতার মান মাথায় রেখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি, জৈবনৈিক প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রধান কোচিং ডিপো এবং টার্মিনাল

স্টেশনগুলিতে উচ্চ-চাপের জেট মেশিন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার,



স্ক্রাবার মেশিন, ফোম ক্রিনিং সিস্টেম এবং পরিবেশ-বান্ধব রাসায়নিক ব্যবহার করে কোচগুলি পৃষ্ঠানুপৃষ্ঠভাবে পরিষ্কার করা হয়। এর মাধ্যমে কোরের মেঝে, ট্যালে, ওয়াশবৈশিন, জানালা, দরজা, আসন এবং অন্যান্য পৃষ্ঠতলে নির্ধারিত মান অনুযায়ী পৃষ্ঠানুপৃষ্ঠভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা নিশ্চিত করা হয়। যাত্রীদের পুরো যাত্রাপথে একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রদানের জন্য, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ব্যাপকভাবে অন-বোর্ড হাউসকিপিং পরিষেবা চালু করেছে।

চিকেনস নেকের নিরাপত্তায় কলকাতা থেকে কানপুর সেন্ট্রাল ও আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের জন্য বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১৮ জুলাই : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড সামাল দিতে, রেলওয়ে কলকাতা ও কানপুর সেন্ট্রাল এবং কলকাতা ও আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে দ্রুি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৪১৫৭ কনপূর সেন্ট্রাল-কলকাতা স্পেশাল ট্রেনটি ২১.০৭.২০২৬ থেকে ২৯.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি মঙ্গলবার চলেবে।

লোকসভায় পৃথক দলের স্বীকৃতি

১-ৱ পাতার পর -

উত্তরবঙ্গের নয়, গোটা দেশের কৌশলগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে কোনও ধরনের অস্থিরতা তৈরি হলে তার প্রভাব পাতে পারে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। সেই কারণেই কেন্দ্র এই এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। অমির শাহের এই সরর এবং উত্তরকন্যার বৈক থেকে স্পষ্ট, শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা আগামী দিনে আরও জোরদার করার পথে এগোচ্ছে কেন্দ্র। সীমান্ত সুরক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয়- এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখেই নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

‘দলত্যাগীদের একজনও ফিরলে

১-ৱ পাতার পর -

তৃণমূল কার্যালয় ভাঙার ঘটনাতেও বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। প্রশাসনের অভিযানের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেন, পার্টি অফিস মন্দিরের মতো। এই জায়গা কিনে পার্টি অফিস তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত নথিপত্র রয়েছে। আগে হাই কোর্টে জমা হবে। আগামী দিনে সুপ্রিম কোর্টেও যাব। শেষ দেখে ছাড়ব। তাঁর দাবি, কার্যালয় নিয়ে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তার যথার্থ জবাব আইনি পথেই দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি বিরোধীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। দলত্যাগীদের নিয়ে অভিষেকের বক্তব্যের আগে তৃণমূলের প্রবীণ নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই ধরনের অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দল ছেড়ে যাওয়া নেতাদের পুনরায় দলে ফেরানো হলে তিনি নিজেই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের একাধিক নেতার মন্তব্যের পাশ্া জবাব হিসেবেই অভিষেকের এই অবস্থান। একুশে জুলাইয়ের আগে দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসার তৃণমূলের সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন নজর থাকবে, দলত্যাগী নেতাদের নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব আগামী দিনে কী অবস্থান নেয় এবং অভিষেকের এই চ্যালেঞ্জ দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে কী প্রভাব ফেলে।

ধর্মতলার পর এবার দিল্লির রাজঘাটে

১-ৱ পাতার পর -

রাজধানীতে এই ধরনের কর্মসূচি আয়োজন করে এনসিপিআই জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের উপস্থিতি আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে চাচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এবার যদি এই কর্মসূচি রাজধানীতে হয়, তাহলে ২১ জুলাই উপলক্ষে দেশের চারটি পৃথক জায়গায় শহিদ দিবস পালনের নজির তৈরি হতে পারে। ফলে বাংলার রাজনৈতিক আবেগের সঙ্গে যুক্ত এই দিনটি এবার জাতীয় রাজনীতির আলোচনাতেও উঠে আসতে চলছে। ২১ জুলাইকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নানা সমীকরণ ও পাশ্া বার্তা। তার মধ্যেই দিল্লির মাটিতে এনসিপিআইয়ের এই আয়োজন নতুন রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এখন নজর, রাজঘাটের কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত কতটা বড় আকার নেয় এবং তা জাতীয় রাজনীতিতে কী বার্তা দেয়।

‘সোনমের স্বাস্থ্যের চিন্তায় উদ্বিগ্ন’ সরব মমতা

১-ৱ পাতার পর -

কর্মসূচির মধ্যে অনশন-আন্দোলন তাঁর অন্যতম পরিচিত হাতিয়ার। সিদুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৬ দিনের অনশন রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করেছিল। সেই আন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবেও বিবেচিত হয়। সোনম ওয়াংচুক অনশন শুরু করার পরও মমতা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগে রাখতে চান জানা যায়। ফোনে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী এবং তাঁর আন্দোলনের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। লাদাখের বিভিন্ন দাবি নিয়ে সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলন জাতীয় স্তরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর অনশন, সরকারের সঙ্গে আলোচনার দাবি এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর- সবকিছু নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। একদিকে প্রশাসনের দাবি, সোনমের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিরোধী নেতারা প্রশ্ন তুলছেন, আন্দোলনকারীর সঙ্গে আলোচনার পরিবর্তে কেন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সোনম ওয়াংচুকের চিকিৎসা, তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি এবং সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ- এই তিনটি বিষয়েই এখন নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-ৱ পাতার পর -

১-

সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের অনশন, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৮ জুলাই : সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে অনশনে বসলেন বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতির প্রতিবাদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পোস্টার-ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেছে। এদিকে, শনিবার এই অনশন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতীতে এসএফআই ও এবিভিপির সমর্থক পড়ু়ারা একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান, পাশ্টা স্লোগান দিতে থাকে। দু’পক্ষই জমায়েত করে। এবিভিপি-র দাবি, এসএফআই-এর সদস্যরা শান্তিনিকেতনকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। আবার এসএফআইয়ের সমর্থকদের বক্তব্য, যখন তাদের অনশন কর্মসূচি চলছিল, সেই সময়ে এবিভিপি-র সমর্থকরা ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগান দিতে থাকেন। তাতে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। নিট কেল্লাহারির জেরে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রথানের পদত্যাগ দাবি করে গত ২০ দিন ধরে দিল্লির যন্তরমন্তরে অনশন করছিলেন সোনম ওয়াংচু কা। শনিবার সকালেই ওয়াংচুকে পুলিশ অনশনস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করেছে। জোর করে তার অনশনভঙ্গের চেষ্টা করছে। দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপে ক্ষোভ প্রকাশ করে তার পরিবার। সেই ঘটনার প্রতিবাদ এবং সোনমের দাবির সমর্থনে এদিন শান্তিনিকেতনে ২৪ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনে বসেন বাম ছাত্র সংগঠন-সহ কয়েকজন সাধারণ ছাত্রছাত্রী। বিশ্বভারতী আন্দ পঠশালা সংলগ্ন এলাকায় শুরু হয় প্রতীকী অনশন। সেখানে গিটার বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত

গাওয়া থেকে ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন তাঁরা। এমনকী শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতার দাবিও তোলা হয়। অভিযোগ, প্রতিবাদ যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময় এবিভিপির কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ও কন্মী সেখানে পৌঁছে অনশন তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। পোস্টার ছিড়ে ফেলা হয়। এসএফআইয়ের সদস্যদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় তাঁদের। মূহুর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দুই পক্ষের পাশ্টা স্লোগানে থমকে যায় পরিস্থিতি। কিছু সময়ের জন্য রাস্তার যান চলাচলও ব্যাহত হয়। যদিও হামলা বা মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে এবিভিপি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিনিকেতন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ হস্তক্ষেপ করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিন অনশনকারী ছাত্র অনুরাগ নামের বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অনশন করছিলাম। হঠাৎ এবিভিপির কন্মীরা এসে হামলা চালায়। আদেলদন ডাঙার চেষ্টা করে। এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক সৌতিক দাস বকসির কথায়, ‘বিজেপি বহিরাগতদের নিয়ে এসে ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। বাইরের সমাজবিরোধীদের জুটিয়ে এনে বিশ্বভারতীর ছাত্রীদের মারধর, গালিগালাজ, শারীরিক হেনস্থা’ করছে আরএসএসের সমর্থকরা। নিট দুর্নীতি থেকে বেকারত্বের বিরুদ্ধে আদেলদনকারী সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে সাধারণ অনশনকারীদের উপর আক্রমণ করে ওরা প্রমাণ কল য়ে ওরা শিক্ষা, চাকরি ও কর্মসংস্থানের দাবির বিরোধী, দেশের ছাত্রসমাজের বিরোধী।

গুয়াহাটি-কানপুর সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি

মলিগাঁও, ১৮ জুলাই : বর্তমান অমণ মরসুমে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা প্রদান এবং অতিরিক্ত ভিড



হ্রাস করার জন্য ট্রেন নং ০৪১২৭/০৪১২৮ (কানপুর সেন্ট্রাল-গুয়াহাটি-কানপুর সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা আগও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত পরিষেবাগুলো বিদ্যমান সমরসূচি, রুট ও স্টপেজের নিয়ম অনুযায়ী

চলবে, যার ফলে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ রাজ্যের এবং মধ্যবর্তী অন্যান্য স্টেশনের মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য অমণের সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে। সেই অনু য়ায়ী, স্পেশাল ট্রেন নং ০৪১২৭ (ক 1ন পূ,র সেস্ট্াল-গু হাটি)

সাপ্তাহিক ট্রেনটি ১৬ জুলাই থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার ০৮.০০ ঘটায় কানপুর সেন্ট্রাল থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং স্পেশাল ট্রেন নং ০৪১২৮ (গুয়াহাটি - কানপুর সেন্ট্রাল) ১৭ জুলাই থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ২২.০০ ঘটায়

পুলিশের নজরদারি গাড়িতে জিপিএস ট্রাকার বসানোর সিদ্ধান্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১৮ জুলাই : অপরাধ দমনে আরও কড়া পদক্ষেপ। এবার পুলিশের নজরদারি গাড়িতে জিপিএস ট্রাকার বসানোর সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। আপাতত ‘পাইলট প্রজেক্ট’ হিসেবে খড়গপুর শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে। খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত সমস্ত পেট্রোলিং গাড়ি এবং মোটরবাইকে এই ট্রাকার বসান হচ্ছে। সাংবাদিকদের মোমুখাম্বী হয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান জেলার পুলিশ সুপার পাণ্ডিয়া সুলতানা। মূলত রাতে উল্ল্যাপির দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের অবস্থান এবং গতিবিধির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখতেই এই ব্যবস্থা। এর ফলে কল্যাণ রুম, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং খোদ পুলিশ সুপার সহস্রাধির নজরদারি চালাতে পারবেন এবং কোনও ঘটনা ঘটে গেলে দ্রুত পদক্ষেপ করতে পারবেন। আগামী দিনে জেলার অন্যান্য থানাতেও এই জিপিএস ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। নজরদারি আরও নিশ্চিত্র করতে পেট্রোলিং গাড়ির সংখ্যা বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে জেলার বিধায়কদের কাছেও সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। বিধায়ক তহবিল থেকে দু-একটি করে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক গাড়ি বা ই-কার দেওয়া হলে, পুলিশ অনেকটা বড় এলাকায় রোমন নজরদারি চালাতে পারবে, তেমনই পরিবেশ দূষণও নেমন হওয়ার দাবো। জেলার বেশ কয়েক জন বিধায়ক এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়াও

আরামবাগ মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় গেট নির্মাণের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১৮ জুলাই : দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দ্বিতীয় গেট নির্মাণের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। শনিবার বিডিও অফিসের উন্টো দিকের হাসপাতালের প্রাচীর ভেঙে নির্মাণকারের প্রাথমিক পথায়ের সূচনা করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সূচনালগ্নে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ রমাপ্রসাদ রায়- সহ হাসপাতালের অন্যান্য আধিকারিকরা। দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালের দ্বিতীয় গেট নির্মাণের দাবি উঠছিল। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে

যাওয়ায় খুশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নতুন দ্বিতীয় গেটটি চালু হলে জরুরি বিভাগের সঙ্গে সদস্যরি যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে। বর্তমানে হাসপাতালে প্রবেশের জন্য একটি মাত্র প্রধান গেট ব্যবহৃত হওয়ায় অনেক সময় জরুরি রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়। দ্বিতীয় গেট চালু হলে আস্থল্যাপ ও অন্যান্য জরুরি যানবাহন দ্রুত জরুরি বিভাগে পৌঁছাতে পারবে, ফলে সংকট জনক রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে। হাসপাতালের পরিষেবা আরও উন্নত ও গতিশীল করতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলা। নতুন

মাটির মূর্তি স্থাপন করে পূজা ও শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৮ জুলাই গভীর রাতে ঝা।গ্রাম জেলার বাঁশতলা এলাকায় প্রায় ২৫ থেকে ৬০ টি হাতির একটি দল হাতির করিডোর ধরে রেললাইন পদা হচ্ছিল। সেই সময় হলুা পাটার সদস্যরা হাতির দলটিকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তবে তাঁরা অভিযান

শুরু করার আগেই হাতির দলটি স্বাভাবিকভাবেই করিডোর ধরে রেললাইন পার হতে শুরু করে। ঠিক সেই সময় রাত প্রায় ১টা নাগাদ খড়গপুর- টাটনগার রেল ভিভিশনের বাঁশতলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দ্রুতগতিতে আসা ডাউন জন শতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কা একটি পূর্ববন্ধ্য স্ট্রী হাতি, একটি হস্তিশাবক- সহ মোট তিনটি হাতির মৃত্যু হয়। এই

২০১৬ সালের বাতিল প্যানেলের শিক্ষিকার মৃত্যুতে পুরুলিয়ায় শোকের ছায়া, চাকরি হারানোর যন্ত্রণা ঘিরে ফের প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৮ জুলাই : ২০১৬ সালের বাতিল হওয়া শিক্ষক নিয়োগ প্যানেলের সঙ্গে যুক্ত এক মহিলা শিক্ষিকার মৃত্যুর ঘটনায় পুরুলিয়ায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। চাকরি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা, দীর্ঘ আইনি জটিলতা এবং ভবিষ্যত নিয়ে গভীর উদ্বেগের মধ্যে থাকা ওই শিক্ষিকার মৃত্যু নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক মহলে যেমন শোক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে, তেমনি বাতিল প্যানেলের সঙ্গে যুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যত নিয়েও ফের প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই শিক্ষিকা ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরি পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেল বাতিল হওয়ার পর তাঁর চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। দীর্ঘদিন ধরে চাকরি থাকবে কি না, ভবিষ্যতে সংসার কীভাবে চলবে এবং আইনি লড়াইয়ের ফল কী হবে-এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন তিনি বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা

বসতবাড়িতে ঢুকল পাথরবোঝাই ডাম্পার, চাঞ্চল্য ভাতাড়ে

সূজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১৮ জুলাই : পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার মুরাতিপুর এলাকায় শনিবার একটি পাথরবোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর দুটি গাড়িকে ধাক্কা মেরে একটি বসতবাড়িতে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় এলাকাভূঁড়ে সৃষ্টি হয় স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রু ত গতি তে আসা ডাম্পারটি পথ থমে একটি স্কুটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। স্কুটিতে থাকা দুই আরোহী গুরুতর আহত হন।

এরপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটোকে ও ধাক্কা মেরে ডাম্পারটি সোজা একটি বসতবাড়িতে ঢুকে পড়ে। দুর্ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরে কেউ না থাকায় বড়সড় প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। খবর পেয়ে ভাতার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের শারীরিক অবস্থার বনবতি হওয়ায় দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট এলাকায়। তাদের নাম শেখ মইনুদ্দিন ও শেখ রিজওয়ান। দুর্ঘটনার পর ক্রেনের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত ডাম্পারটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী কারণে ডাম্পারটি নিয়ন্ত্রণ হারায়, তা খতিয়ে দেখছে ভাতাড থানার পুলিশ।

বীরভূমে ৩০ লক্ষ টাকার জাল লটারি উদ্ধার, পুলিশের জালে বিক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৮ জুলাই : বীরভূমে জাল লটারির বড়সড় কারবাবের পর্দাফাঁস করল বীরভূমের কাঁকরতলা থানার পুলিশ। বিপুল পরিমাণ জাল লটারি সহ শেখ বাস্টি নামে এক লটারি বিক্রেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া এই জাল লটারিগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। লটারি বিক্রির কাজে ব্যবহৃত অভিসূক্তের মোটরবাইকেও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শনিবারই ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাকরতলা থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ এই জাল লটারি উদ্ধার করে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই চক্রের শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে পদার্থটী জেলাতেও। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া জাল লটারিগুলি মূলত পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে আনা হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল, বীরভূমের হজরতপুর, কাঁকরতলা, ঝরগালা এবং লোকপুর সহ সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় এজেন্টদের মাধ্যমে এই জাল লটারি সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হবে। কিন্তু সেই চক্রান্ত সফল হওয়ার আগেই পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়ে যায় মূল অভিসূক্ত। এই চক্রের সঙ্গে আর করা যুক্ত রয়েছে এবং পশ্চিম বর্ধমানের কোথায় এই জাল লটারি তৈরি হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে কাঁকরতলা থানার পুলিশ।

ভুয়ো ডিজিটাল পেমেন্টে মোবাইল কেনার অভিযোগ, যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ জুলাই : ভুয়ো ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে মোবাইল কেনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে মালদার গাজোল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আইডিবিআই ব্যান্কের নিচের একটি মার্কেটে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনায় অভিযুক্ত এক যুবককে আটক করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই যুবক একটি মোবাইলের দোকান এসে নিজের পছন্দের একটি মোবাইল ফোনে কেনেন। মূল্য পরিশোধের জন্য তিনি দোকানের কিউআর কোড স্ক্যান করে অনলাইনে পেমেন্ট করেছেন বলে দাবি করেন। তাঁর মোবাইলে লেনদেন সফল হয়েছে বলেও দেখানো হয়। তবে দোকান মালিক নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট পরীক্ষা করে দেখেন, কোনও অর্থ জমা পড়েনি। এরপর বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলে দোকান মালিক ও স্থানীয়া়া বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। অভিযোগ, অভিযুক্ত যুবক একটি ভুয়ো বা জাল পেমেন্ট অ্যাপ ব্যবহার করে সফল লেনদেনের ভুয়ো বার্তা দেখিয়েছিলেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ঘটনাস্থলে ভিড জমে যায়। পরে স্থানীয়া়া ওই যুবককে আটকে রেখে গাজোল থানার পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে নিজেরদের হেফাজতে নিয়ে যায়। ঘটনার প্রকৃত সত্যতা, ব্যবহৃত অ্যাপ এবং প্রত্যগার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেয়েছে। তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনায় গোটা জঙ্গলমহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। পাশাপাশি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং রেলপথে হাতির নিরাপদ চলাচল নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছিল। সেই মানসিক ঘটনার স্মৃতিকে ধরে রাখতেই শনিবার দুর্ঘটনাস্থলের পাশে পূজার আয়োজন করুন পাশাপাশি হাতিরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রার্থনা করা হয় এবং

ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই কামনাও করা হয়। অনুষ্ঠানে বাঁশতলা গ্রামের নারী-পুরুষ, প্রবীণ ও যুবক-যুবতী- সহ বহু মানুষ যুক্ত নেন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান বজায় রাখতে এবং হাতিদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।



ঘটনা সেই উদ্বেগকে আরও সামনে নিয়ে এসেছে। শিক্ষক মহলের একাংশের বক্তব্য, নিয়োগ সংক্রান্ত অনিষমের অভিযোগের বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত, কিন্তু একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করা নির্দেশ কর্মীদের মানসিক ও আর্থিক সমস্যার দিকটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাঁদের মতে, আইনি প্রক্রিয়া দলার পাশাপাশি যারা প্রকৃত যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যত সুরক্ষার বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা দরকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধী

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে হাজার কোটির বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা, নতুন শিল্পায়নের স্বপ্নে আশাবাদী প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র দুর্গাপুরকে ঘিরে ফের তৌগোলিক অবনন্দন ও এই বিনিয়োগ সম্ভাবনার অন্যতম উন্নয়নের নতুন পরিকল্পনার মধ্যেই সামনে এসেছে এক হাজার কোটিরও বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে ঘিরে শিল্পমহল, প্রশাসন এবং ব্যবসায়ী মহলে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উসাহ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারী শিল্পের জন্য পরিচিত দুর্গাপুরে নতুন বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ইন্দ্রপাত, বিদ্যুৎ, প্রকৌশল এবং উপাদানভিত্তিক শিল্পকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমাচ্ছে বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিল্পাঞ্চলের বিকাশের গতি কিছুটা থমকে যায়। সেই পরিস্থিতিতে নতুন বিনিয়োগের সুবাবনা শিল্পাঞ্চলের জন্য নতুন আশার আলো হিসেবে দেখা দিচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রের মতে, বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী দুর্গাপুরে নতুন প্রকল্প গড়ে তোলার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, উন্নত সড়ক যোগাযোগ, রেলপথ, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধা থাকায় দুর্গাপুর এখনও বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা না থাকে। এই সম্ভাব্য বৃদ্ধি অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পও লাভান্বন হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। একটি বড় শিল্পপ্রকল্পের সঙ্গে পরিবহণ, নির্মাণ, যন্ত্রাংশ সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ, লজিস্টিকস এবং পরিষেবা খাতের বহু সংস্থা যুক্ত থাকে। ফলে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পরোক্ষ কর্মসংস্থানেরও বড় সুযোগ তৈরি হতে পারে। শিষের জন্য দুর্গাপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু যুবক-যুবতীর নতুন চাকরি নিশ্চয়তা তৈরি হওয়ার আশা করা হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলের মতে, শিল্পে বিনিয়োগ বাড়লে শুধু উৎপাদনই বৃদ্ধি পাবে না, গোটা অঞ্চলের অর্থনীতিও কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে। নতুন শিল্পের হাত ধরে আবাসন, হোটেল, খুচরা ব্যবসা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রেও চাহিদা বাড়তে পারে।

১০০টি এমবিবিএস আসন সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা জুড়বে নতুন মাত্রা

আসানসোলে তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কেন্দ্রীয় ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৮ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল আসানসোলের জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাফল্য এলা রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আসানসোলের কর্মচারী রাজ্য বিমা (ইএসআই) নিগাম (ইএসআইসি)-এর হাতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এর সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্র সরকার পরিচালিত প্রথম কেন্দ্রীয় ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রে জানা গেছে, আসানসোলে ইএসআই হাসপাতাল চত্বরে ১০০টি এমবিবিএস আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। ভবিষ্যতে এখানে স্নাত্তত্বের (ডিগ্রি) পাঠ্যক্রমও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি এই অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে।

ভবিষ্যতে এখানে স্নাত্তত্বের (ডিগ্রি) পাঠ্যক্রমও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি এই অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে। কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে পরিচিত হবে। ডঃ অতনু ভদ্র বলেন, এই মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে ইএসআই বিমাতান্ত্রা এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলি আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা এবং উন্নত চিকিৎসার আরও ভালো সুযোগ পাবেন। এর পাশাপাশি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিধি ও মানও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। আসানসোলে দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অমিত্রা প্রল এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই চূড়ি কেবল

সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুতে বিদ্যালয় ও এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সহকর্মীদের অনেকেই বলেন, একজন শিক্ষকের জীবনে এমন অনিশ্চয়তা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘস্থায়ী আইনি জটিলতা শুধু চাকরিপ্রার্থী বা কর্মীদের নয়, তাঁদের পরিবারের উপরও বড় প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করে সংসার চালিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয়। তাই নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি এবং স্বচ্ছ সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুলিয়ার এই ঘটনা আবারও মনে বাড়িয়ে দেয়। তাই নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্কের পিছনে শুধু প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক বিষয় নয়, রয়েছে বহু মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের প্রশ্ন। একজন শিক্ষিকার মৃত্যু সেই মানবিক দিকটিকেই সামনে এনে দিয়েছে। এখন স্কলের নজর, বাতিল প্যানেলের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত নিয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং এই দীর্ঘ অনিশ্চয়তার অবসান করে ঘটে।

পরিষেব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হবে। দুর্গাপুরের তৌগোলিক অবনন্দন ও এই বিনিয়োগ সম্ভাবনার অন্যতম বড় কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। জাতীয় সড়ক, রেল যোগাযোগ এবং পূর্ব ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারের সঙ্গে সহজ সংযোগ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয়। পাশাপাশি কাঁচামাল সরবরাহ এবং প্রস্তুত পণ্য ছেড়ে বাজারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই অঞ্চলকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ফলে বিনিয়োগকারীদের কাছে দুর্গাপুরের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেসেছে। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র জমি বা পরিকাঠামো থাকাই যথেষ্ট নয়, বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করাও অত্যন্ত জরুরি। দ্রুত প্রশাসনিক অনুমোদন, স্বচ্ছ নীতি এবং দীর্ঘমেয়াদি শিল্পবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে আরও বড় বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। সেই কারণেই প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ভবিষ্যতে শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মত রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও এই সম্ভাবনাকে ঘিরে আশাবাদ তৈরি হয়েছে। অনেকেই মতে, দীর্ঘদিন ধরে শিল্পাঞ্চলে নতুন বড় প্রকল্পের অপেক্ষা ছিল। যদি এই বিনিয়োগ বাস্তবে রূপ পায়, তাহলে বহু পরিবার নতুনভাবে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে। একই সঙ্গে এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যও নতুন গতি লাভ করবে। তবে অনেকেই মনে করছেন, শুধু বিনিয়োগের ঘোষণা নয়, প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষকদের মতে, শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্গাপুরের ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতের শিল্পনীতি যদি পরিবেশবান্ধব উপাদান, দক্ষ মানবসম্পদ এবং উন্নত প্রযুক্তির উপর জোর দেয়, তাহলে দুর্গাপুর আবারও দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে পারবে। হাজার কোটিরও বেশি সম্ভাব্য বিনিয়োগের এই খবর তাই শুধু একটি অর্থনৈতিক ঘোষণা নয়, বরং সমগ্র শিল্পাঞ্চলের জন্য নতুন সম্ভাবনার বার্তা। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিল্প উৎপাদনের প্রসার এবং আঞ্চলিক অর্থনীতির পুনর্জাগরণের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তা বাস্তবে কতটা সফল হয়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে শিল্পমহল, প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের। দুর্গাপুরে নতুন শিল্পায়নের এই সম্ভাবনা আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

১০০টি এমবিবিএস আসন সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা জুড়বে নতুন মাত্রা

আসানসোলে তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কেন্দ্রীয় ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৮ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল আসানসোলের জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাফল্য এলা রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আসানসোলের কর্মচারী রাজ্য বিমা (ইএসআই) নিগাম (ইএসআইসি)-এর হাতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এর সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্র সরকার পরিচালিত প্রথম কেন্দ্রীয় ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রে জানা গেছে, আসানসোলে ইএসআই হাসপাতাল চত্বরে ১০০টি এমবিবিএস আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। ভবিষ্যতে এখানে স্নাত্তত্বের (ডিগ্রি) পাঠ্যক্রমও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি এই অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে।

ভবিষ্যতে এখানে স্নাত্তত্বের (ডিগ্রি) পাঠ্যক্রমও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি এই অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে। কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে পরিচিত হবে। ডঃ অতনু ভদ্র বলেন, এই মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে ইএসআই বিমাতান্ত্রা এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলি আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা এবং উন্নত চিকিৎসার আরও ভালো সুযোগ পাবেন। এর পাশাপাশি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিধি ও মানও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। আসানসোলে দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অমিত্রা প্রল এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই চূড়ি কেবল

পড়ুয়ারা নিজেদের এলাকাতেই উচ্চমানের চিকিৎসা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। ইএসআইসি-এর বর্ধিত আর্থিক বিবকদের মতে, হাসপাতালের সম্পূর্ণ হস্তান্তর পর্বটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হবে। রোগী এবং কর্মীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে প্রায় তিন মাসের একটি অল্পবর্তীকালীন সময় ট্রেনিজিশন (পরিয়ড) চাওয়া হয়েছে। এই সময়কালে হাসপাতালে কর্মরত ২০০-র বেশি চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী দুর্গাপুর সহ অন্যান্য ইএসআই হাসপাতালে পুনর্বসিত করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা বাহ্যত না হয়।



গর্ব, বিশ্বজয়, আক্ষেপ আর নতুন স্বপ্নের মোড়ে দাঁড়িয়ে ফ্রান্স

ফরাসি ফুটবলের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি

১৮ জুলাই : ফরাসি ফুটবলের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হতে চলেছে। প্রায় দেড় দশক ধরে জাতীয় দলের সাফল্য, ব্যর্থতা, পুনর্গঠন এবং বিশ্বজয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা দিদিয়ের দেশঁ শনিবার শেষবারের মতো ফ্রান্সের কাছ থেকে হিসেবে ডাগআউটে দাঁড়ান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচের পরই শেষ হয় তাঁর ১৪ বছরের দীর্ঘ কোচিং অধ্যায়। এই বিদায় শুধু একজন কোচের দায়িত্ব ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা নয়, বরং ফরাসি ফুটবলের এক স্বর্ণযুগের সমাপ্তি। একই সঙ্গে শুরু হতে পারে আরেক কিংবদন্তি জিনেদিন জিহানের নতুন অধ্যায়। ২০২২ সালে ফ্রান্সের জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশঁ ধীরে ধীরে দলকে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী পরাশক্তিতে পরিণত করেন। তাঁর নেতৃত্বেই ফ্রান্স ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়। সেই বিশ্বকাপেই কিলিয়ান এমবাপে বিশ্ব ফুটবলের নতুন সুপারস্টার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। শুধু বিশ্বকাপ নয়, ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এবং নেশনস লিগসহ একাধিক বড় টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক সাফল্য এনে দিয়ে দেশঁ নিজেকে ফ্রান্সের সর্বকালের অন্যতম সফল কোচ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে বিদায়ের আগে তাঁর সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল আরও একটি বিশ্বকাপ ট্রফি জিতে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম অটো উজ্জ্বল করে লেখা। ২০২৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্স ছিল অন্যতম ফেভারিট। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই এমবাপে, ওউসমান দেস্বেলে এবং মাইকেল ওলিসের

নেতৃত্বে দুরন্ত আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলো ছিল দল। কিন্তু সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে ২-০ গোলে হার সেই স্বপ্ন ভেঙে দেয়। ফাইনালে ওঁটার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় দেশঁর রূপকথার বিদায়ের সম্ভাবনাও। এখন

তাঁর সামনে শেষ চ্যালেঞ্জ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ। যদিও এটি শিরোপার লাই নয়, তবুও জয় দিয়ে বিদায় নিতে চাইবেন তিনি। কারণ এই ম্যাচের ফলই তাঁর কোচিং অধ্যায়ের শেষ স্মৃতি হয়ে থাকবে। দেশঁর ফুটবল জীবনের বিশেষত্ব হলো, তিনি পেলোয়া। এবং কোচ-দুই ভূমিকাতেই ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে অধিনায়ক হিসেবে দেশের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের নেতৃত্ব দেন তিনি। দুই দশক পরে, ২০১৮ সালে কোচ হিসেবে আবারও বিশ্বসেরার মুকুট এনে দেন ফ্রান্সকে। এমন কৃতিত্ব ফুটবল ইতিহাসে খুব কম মানুষেরই রয়েছে। তবে তাঁর কোচিং জীবন শুধু সাফল্যের গল্প নয়, রয়েছে কিছু তীব্র আক্ষেপও। ২০১৬ সালে নিজদেশের মাটিতে ইউরো কাপের ফাইনালে পর্তুগালের কাছে হার, ২০২২ সালের বিশ্বকাপ

ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে পরাজয়- এই দুটি ব্যর্থতা আজও ফরাসি সমর্থকদের মনে কাটার মতো বিশেষ আছে। বিশেষ করে কাতার বিশ্বকাপের সেই নাটকীয় ফাইনাল, যেখানে এমবাপের হ্যাটট্রিকও শিরোপা এনে দিতে পারেনি, দেশঁর কোচিং জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক মুহূর্তগুলোর একটি। তবুও পরিসংখ্যান বলছে, তাঁর আমল ছিল অসাধারণ সফল।

সাতটি বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের মধ্যে পাঁচবার ফ্রান্সকে অন্তত সেমিফাইনালে তুলেছেন তিনি। ধারাবাহিকতা, স্থিরতা এবং বড় মঞ্চে দলকে প্রস্তুত করার দক্ষতার জন্য দেশঁর প্রশংসা করেছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। গত এক বছরে দেশঁ নিজের কোচিং দর্শনও বা পরিবর্তন এনেছিলেন। দীর্ঘদিন রক্ষণাত্মক ফুটবলের জন্য সমালোচিত হলেও, সাম্প্রতিক সময়ে তিনি দলকে অনেক বেশি আক্রমণাত্মকভাবে খেলানোর চেষ্টা করেন। এমবাপে, দেস্বেলে এবং ওলিসের মতো ক্রতগতির ফুটবলারদের আরও স্বাধীনতা দেওয়া হয়। যদিও স্পেনের বিরুদ্ধে সেই আক্রমণাত্মক কৌশলই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি, তবুও অনেকেই মনে করছেন, ফরাসি ফুটবলের ভবিষ্যতে জন্য এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে। বিদায়ের আগে দেশঁ আবেগপ্রবণ না হয়ে বরং ইতিবাচক মনোভাবই প্রকাশ

করেছেন। তাঁর কথায়, জীবনে ভালো সময় যেমন এসেছে, তেমনি কঠিন সময়ও এসেছে। কিন্তু জীবন খেমে থাকে না। আমি সবসময় ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করি। ফ্রান্সের কোচ হওয়াটিই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্ভান। এবার প্রশ্ন, দেশঁর পর কে? ফরাসি ফুটবলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই শুরু হতে চলেছে জিনেদিন জিহান যুগ। ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম নায়ক জিহান দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। ২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদের কোচের পদ ছাড়ার পর থেকে তিনি আর কোনও ক্লাবের দায়িত্ব নেননি। অনেকের মতে, শুরু থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের জাতীয় দলের কোচ হওয়া। ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফিলিপ দিয়ালোও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, বিশ্বের অন্যতম সেরা জাতীয় দলের দায়িত্ব এমন একজনের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত, যার প্রতি গোটা দেশের আস্থা রয়েছে। ফুটবল মহলের ধারণা, শেভঁ ব্যক্তি জিনেদিন জিহান ছাড়া আর কেউ নন। তবে জিহানের সামনে সবচেয়ে বা চ্যালেঞ্জ হবেন দেশঁ রেখে যাওয়া সাফল্যের মানসও বাক্য্য রাখা। বিশ্বকাপ, নেশনস লিগ, ইউরোর ফাইনাল- সব মিলিয়ে দেশঁ যে ঐতিহ্য নিয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ খ্যাতি অর্জন করেছেন, সেটিকে এগিয়ে গড়ে যাওয়াই হবে নতুন কোচের প্রথম পরীক্ষা। আর তাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শনিবারের ম্যাচটি শুধু একটি তৃতীয় স্থান নির্ধারণী লড়াই নয় এটি ফরাসি ফুটবলের এক গৌরবময় যুগকে বিদায় জানানোর এবং সম্ভাব্য নতুন যুগকে স্বাগত জানানোর ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

‘আমি খেটে খাওয়া পরিবারের সন্তান’- আবেগঘন বার্তা এমি মার্তিনেজের

১৮ জুলাই : বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে আবেগ, আত্মবিশ্বাস এবং লড়াইয়ের মানসিকতার এক অনন্য ছবি তুলে ধরলেন আর্জেন্টিনার তারকা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো ‘মার্তিনেজ। স্পেনের বিরুদ্ধে মহারণের আগে নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানালেন, আর্জেন্টিনা দলের সাফল্যের পেছনে রয়েছে বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ এবং শ্রমজীবী পরিবার থেকে উঠে আসা ফুটবলারদের অদম্য লড়াই। তাঁর কথায়, গত কয়েক বছরে জাতীয় দলের অর্জনের কথা ভাবলেই এখনও আবেগে চোখে জল চলে আসে। ফাইনালের আগে এমি বলেন, আমি এখন শুধু জয়ের দিকেই মনোযোগ দিচ্ছি। এই জয়গায় পৌঁছতে আমাদের অনেক বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমরা দল হিসেবে অনেক উন্নতি করেছি। সত্যি বলতে, গত কয়েক বছরে আমরা কী অর্জন করেছি, সেটা ভাবলে কখনও কখনও একাই কঁদে ফেলি। এই মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে চাই, কারণ একজন ফুটবলারের কেরিয়ারে এমন সুযোগ বারবার আসে না। ৩৬ বছর বয়সি এই গোলকিপার আরও জানান, আর্জেন্টিনার বর্তমান দলের

শক্তি শুধু প্রতিভায় নয়, মানসিক দৃঢ়তায়ও। তাঁর মতে, দলের অধিকাংশ ফুটবলারের শৈশব কেটেছে সীমিত সাপোর্টের পরিবারে। সেই সপ্নাময়ের অভিজ্ঞতাটাই আজ তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এমির কথায়, আমাদের দলের অনেকেই শ্রমজীবী পরিবার থেকে উঠে এসেছে। আমাদের বাবা-মায়েরা কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের বা করেছেন। তাই আমরা জানি লাই কীভাবে করতে হয়। আর্জেন্টিনার মানুষ যেন আমাদের এমন একটি দল হিসেবেই মনে রাখেন, যারা কখনও হাল ছাড়ে না। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, আমরা শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে বারবার কঠিন পরিস্থিতি সামলে ফাইনালে পৌঁছেছে আর্জেন্টিনা। সেই অভিজ্ঞতাটাই স্পেনের বিরুদ্ধে শিরোপা লড়াইয়ে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে এমি মার্তিনেজকে। তাঁর বিশ্বাস, পুরো দল যদি নিজদের সেরাটি দিতে পারে, তবে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে। তাই সতীর্থদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা একটাই- চাপ নয়, উপভোগ করো ফাইনালের প্রতিটি মুহূর্ত এবং শেষ পর্যন্ত লাই চলিয়ে যাও।

শক্তি শুধু প্রতিভায় নয়, মানসিক দৃঢ়তায়ও। তাঁর মতে, দলের অধিকাংশ ফুটবলারের শৈশব কেটেছে সীমিত সাপোর্টের পরিবারে। সেই সপ্নাময়ের অভিজ্ঞতাটাই আজ তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এমির কথায়, আমাদের দলের অনেকেই শ্রমজীবী পরিবার থেকে উঠে এসেছে। আমাদের বাবা-মায়েরা কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের বা করেছেন। তাই আমরা জানি লাই কীভাবে করতে হয়। আর্জেন্টিনার মানুষ যেন আমাদের এমন একটি দল হিসেবেই মনে রাখেন, যারা কখনও হাল ছাড়ে না। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, আমরা শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে বারবার কঠিন পরিস্থিতি সামলে ফাইনালে পৌঁছেছে আর্জেন্টিনা। সেই অভিজ্ঞতাটাই স্পেনের বিরুদ্ধে শিরোপা লড়াইয়ে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে এমি মার্তিনেজকে। তাঁর বিশ্বাস, পুরো দল যদি নিজদের সেরাটি দিতে পারে, তবে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে। তাই সতীর্থদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা একটাই- চাপ নয়, উপভোগ করো ফাইনালের প্রতিটি মুহূর্ত এবং শেষ পর্যন্ত লাই চলিয়ে যাও।

এক ভিডিও ক্যাসেট বদলে দিয়েছিল ফুটবল ইতিহাস, অগ্নির জন্য স্পেনের জার্সি পরা হয়নি লিওনেল মেসির

১৮ জুলাই : লিওনেল মেসিকে নীল-সাদা আর্জেন্টিনার জার্সি ছাড়া কল্পনা করাই কঠিন। বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা কিংবা অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত- সবই নেন আর্জেন্টিনার রঙে রাঙানো। কিন্তু ফুটবল ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায় বলছে, খুব সহজেই ছবিটা সম্পূর্ণ উল্টো হতে পারত। এমনও হতে পারত, বিশ্বকাপজয়ী এই কিংবদন্তিকে স্পেনের লাল জার্সিতে দেখত গোটা বিশ্ব। সেই সম্ভাবনাকে ঘিরেই একসময় উঠেছিল চাঞ্চল্যকর মন্তব্য- ওকে কিডন্যাপ করো, যাতে আর্জেন্টিনা ওকে খুঁজে না পায়! আর শেষ পর্যন্ত একটি ভিডিও ক্যাসেটই বদলে দিলে ফুটবল ইতিহাসের গতিপথ। ২০০০ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে আর্জেন্টিনা ছেড়ে পরিবার-সহ বার্সেলোনায় পাড়ি দেন লিওনেল মেসি। লা মাসিয়া অ্যাকাডেমিতে যোগ দেওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের অসাধারণ প্রতিভার ছাপ রাখতে শুরু করেন তিনি। স্পেনে দীর্ঘদিন থাকার কারণে দেশটির নাগরিকত্ব পাওয়ার পথও খুলে যায়। ফলে নিয়ম অনুযায়ী স্পেনের জাতীয় দলের হয়ে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করেছিলেন তিনি। ২০০২ সালের দিকে ১৫ বছরের মেসি লা মাসিয়ার সবচেয়ে প্রত্নিষ্ঠিত ফুটবলারদের একজন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সেই সময় না স্পেন, না আর্জেন্টিনা- কোনও দেশের যুব দলই তাঁকে ডাঙরেনি। অন্যদিকে তাঁর

সতীর্থ জেরার্ড পিকে, সেস ফ্যাব্রেগাসদের মতো ফুটবলাররা ইতিমধ্যেই স্পেনের বয়সভিত্তিক দলে সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন লা মাসিয়ার কোচ অ্যালেক্স গার্সিয়া।



ডাক না আসায় তিনি যোগাযোগ করেন পরিবারের এজেন্ট হোসার্সিও গার্জিওলির সঙ্গে। গার্জিওলি একটি ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করেন, যেখানে লা মাসিয়ার মেসির অসাধারণ পারফরম্যান্সের ফুটেজ



ব্যর্থতার পর আর্জেন্টিনার কোচ হুগো তোকাগ্লি সিদ্ধান্ত নেন, যে কোনও মূল্যে মেসিকে জাতীয় দলে আনতেই হবে। সেই সময় বয়সভিত্তিক ফুটবলে একবার কোনও দেশের হয়ে খেললে পরে অন্য দেশের হয়ে খেলার সুযোগ থাকত না। তাই দ্রুত অনূর্ধ্ব-২০ দলের একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয় এবং মেসির নাম ফিফার কাছে পাঠানো হয়। ২০০৪ সালের ২৯ জুন প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচেই আর্জেন্টিনার জার্সিতে অভিষেক হয় মেসির। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নেমে তিনি একটি গোল করেন এবং একটি অ্যাসিস্টও দেন। সেই ম্যাচই কার্যত নিশ্চিত করে দেয়, মেসির আন্তর্জাতিক ভবিষ্যৎ হবে আর্জেন্টিনার সঙ্গেই। এরপরের ইতিহাস সবার জানা। স্পেন ২০০৮ ও ২০১২ সালে ইউরো এবং ২০১০ সালে বিশ্বকাপ জিতেলেও মেসি নিজের দেশের হয়েই থেকে যান। বহু অপেক্ষার পর ২০২১ সালে কোপা আমেরিকা এবং ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জিতে আর্জেন্টিনাকে আবার বিশ্বের সেরা আসনে বসান। যদি সেই ভিডিও ক্যাসেটটি কখনও বিয়েলসার হাতে না পৌঁছাত, অথবা আর্জেন্টিনা সময়মতো উদ্যোগ না নিত, তাহলে হয়তো ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা কিংবদন্তিকে আজ স্পেনের জার্সিতে চিনত গোটা বিশ্ব।

সংকলিত ছিল। সেই সময় আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের কোচ মার্সেলা বিয়েলসা বার্সেলোনায় সফরে এসেছিলেন। সুযোগ বুঝে গার্জিওলি তাঁর হাতে ক্যাসেটটি তুলে দেন। ভিডিও দেখতে গিয়ে বিয়েলসা প্রথমে অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, ভিডিওটা কি ফাস্ট ফরওয়ার্ডে চলছে? গার্জিওলি শান্তভাবে জবাব দেন, না, এটাই ওর স্বাভাবিক গতি। মেসির খেলা দেখে বিয়েলসা বিস্মিত হলেও, তখন অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের দল ইতিমধ্যেই যোগ্য হয়ে গিয়েছিল। ফলে সেই দলে জায়গা পাননি মেসি। তবে এরপরই বদলে যায় সবকিছু। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে

উদ্বেগের অবসান, শুটার দময়ন্তীকে ফিরে পেয়ে স্বস্তিতে পরিবার



নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৮ জুলাই : প্রায় ৪৮ ঘণ্টার উল্টো, অনিশ্চয়তা এবং টানা খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে পরিবারের কাছে ফিরে এলেন জাতীয় স্তরের তরুণ রাইফেল শুটার দময়ন্তী সেনা। শনিবার ভোরে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে মেয়ের সন্ধান খেরিয়ে পান তাঁর বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেনা। হাওড়া স্টেশন হয়ে তিনি পৌঁছান রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে। সেখানেই লঞ্চঘাটের জেটির এক কোণে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায় দময়ন্তীকে। বাবাকে চোখের সামনে দেখেই আবেগঘন কণ্ঠে তাঁর প্রথম কথা ছিল, বাবা, বাড়ি চলে। সেই মুহূর্তেই দীর্ঘ দুই দিনের উদ্বেগের অবসান ঘটে পরিবারের। ধ্রুবজ্যোতি সেনা জানান, শনিবার কাকডোরে এক অচেনা ব্যক্তি তাঁকে ফোন করে জানান, রামকৃষ্ণপুর ঘাটের কাছে অন্য পোশাকে এক কিশোরীকে খোঁজাফেরা করতে দেখা গেছে, যার চেহারা দময়ন্তীর সঙ্গে মিলে যায়। খবর পেয়েই তিনি বহির্কোণে দ্রুত সোফানে পৌঁছে যান। গিয়ে দেখেন, মেয়েটি সত্যিই দময়ন্তী। বাবাকে দেখেই সে বাড়ি ফেরার ইচ্ছার কথা জানায়। এরপর তাঁকে নিয়ে রাসার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মেয়েকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন দময়ন্তীর মা-ও। তিনি পুলিশের পাশাপাশি এই কঠিন সময়ে পাশে থাকা আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

শুরু হচ্ছে ভুগলি ইয়ুথ টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ জুলাই : চুঁচুড়ার সার্কিট হাউস টেনিস ক্লাবে আগামী ২০ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভুগলি ইয়ুথ টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের লন টেনিস খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণে এই প্রতিযোগিতা ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। চুঁচুড়া সার্কিট হাউস টেনিস ক্লাবে এই প্রথমবার আয়োজিত হবে এই লন টেনিস প্রতিযোগিতাটি। প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগে মিনি কোর্ট সিঙ্গেলস, অনূর্ধ্ব-১০, অনূর্ধ্ব-১২, অনূর্ধ্ব-১৪, অনূর্ধ্ব-১৬ এবং পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গেলস ইভেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপকে নগদ পুরস্কারের পাশাপাশি ট্রফি ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে। মিনি কোর্ট বিভাগের বিজয়ী ও রানার্স-আপদের ট্রফি, শংসাপত্রের পাশাপাশি বিশেষ উপহারও দেওয়া হবে। এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়কে অংশগ্রহণ পদক ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে। এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্যোক্তা তথা লন টেনিস প্রশিক্ষক সপ্তর্ষি সেন জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই প্রতিটি বিভাগে ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ বেশ ভালোই রয়েছে। হুগলি ছাড়াও কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে জুনিয়র খেলোয়াড়রা। সর্বাধিক তিনটি সিঙ্গেলস বয়সভিত্তিক বিভাগে অংশ নিতে পারবেন। বয়সের প্রমাণ হিসেবে জন্ম শংসাপত্র, এআইটিএ কার্ড, পাসপোর্ট অথবা আধার কার্ড জমা দিতে হবে। প্রতিটি খেলোয়াড়কে নিজ নিজ বিভাগে কমপক্ষে দুটি ঠেং ম্যাচ খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। আগামী ১৯ জুলাই রবিবার পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করা যাবে। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২ আগস্ট বিকেল ৫টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চ আধিকারিকগণ।

ফাইনালের আগে স্পেন শিবিরে স্বস্তি! ইয়ামালকে নিয়ে বড় আপডেট দিলেন কোচ, আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলতে প্রস্তুত তরুণ তারকা

১৮ জুলাই : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনাল ঘিরে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। একদিকে লিওনেল মেসির নেতৃত্বে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখা আর্জেন্টিনা, অন্যদিকে ২০১০ সালের পর আবার বিশ্বসেরার মঞ্চে ফেরা স্পেন। এই মহারণের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে দুই প্রজন্মের লাই-অভিজ্ঞ লিওনেল মেসি বনাম তরুণ বিস্ময় লামিনে ইয়ামাল। তবে ফাইনালের আগে স্পেন শিবিরে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ ছিল ইয়ামালের চোট। শেষ পর্যন্ত সেই দুশ্চিন্তায় ইতি টেনে স্বস্তির খবর শোনালেন স্পেনের প্রধান কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে স্পেনের জয়ের পর মাঠ ছাড়ার সময় ইয়ামালকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল। ম্যাচের শেষ দিকে প্রতিপক্ষের শক্ত ট্যাকলের শিকার হওয়ার পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরপর বৃহস্পতিবার দলের অনুশীলনেও অংশ নেননি ১৯ বছর বয়সি এই ফরওয়ার্ড। ফলে স্পেনের সমর্থকদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হল, বিশ্বকাপ ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হয়তো তাঁকে পাওয়া যাবে না। অবশেষে শনিবার আবার ঘটান স্পেন কোচ লুইস দে



বলেন, ইয়ামাল একটি জোরালো ধাক্কা পেয়েছিল। চোটের জায়গায় ব্যথা ছিল, তাই আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি। সেই কারণেই তাকে একদিন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার সে পুরো দলের সঙ্গে পূর্ণ উদ্যমে অনুশীলন করেছে। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ফাইনালে খেলার জন্য প্রস্তুত। কোচের এই ঘোষণায় স্পেন শিবিরে স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কারণ পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই স্পেনের আক্রমণের অন্যতম বড় ভরসা ছিলেন ইয়ামাল। নিজের গতি, ড্রিবলিং এবং সৃজনশীল ফুটবলে একাধিক ম্যাচে প্রতিপক্ষের রক্ষণকে বিপাকে ফেলেছেন তিনি। ফাইনালের মতো বড় ম্যাচে তাঁর উপস্থিতি স্পেনের আক্রমণভাগকে

আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে ইয়ামালকে নিয়ে স্বস্তির খবর দিলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সতর্ক থাকতে চাইছেন স্পেনের কোচ। তাঁর মতে, ফাইনালের আগে শেষ অনুশীলনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কারণ এই পর্যায়ে নতুন কোনও চোট বা শারীরিক সমস্যা তৈরি হলে তা কাটিয়ে ওঠার মতো সময় আর হতে থাকবে না। এই প্রসঙ্গে দে লা ফুয়েন্তে বলেন, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমরা চাই না কোনও ফুটবলারকে নিয়ে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে। যদি এখন নতুন কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে ফাইনালের আগে সেরে ওঠার সময় থাকবে না। তাই প্রতিটি সিদ্ধান্ত খুব সতর্কতার সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে। শুধু ইয়ামাল নন, দলের অন্য কোনও ফুটবলারকেও অথবা চাপে ফেলতে রাজি নন স্পেনের অভিজ্ঞ এই কোচ। তাঁর লক্ষ্য, সেরা একাদশকে পুরোপুরি ফিট অবস্থায় মাঠে নামানো। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের পর দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে আবার ফাইনালে উঠেছে স্পেন। এবারের টুর্নামেন্টে দলটি দূর্বল ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে। রক্ষণভাগের দুর্বলতা এবং ক্রতগতির আক্রমণের মিশেলে প্রতিপক্ষকে কার্যত দম বন্ধ করে দিয়েছে তারা।

আইসক্রিম বিক্রেতার মেয়ে থেকে ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুলাই : দারিদ্র্যকে হারিয়ে নবদ্বীপের পিউর স্বপ্নপুরণের গল্পঅভাব ছিল নিত্যসঙ্গী, কিন্তু স্বপ্ন দেখার সাহস কখনও হারায়নি। আর সেই অমম্য ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রমের জেরেই নবদ্বীপের ১১ বছরের খুদে ফুটবলার পিউ বসাক পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জার্সিতে। শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ছোট টিনের বাড়িতে বড় হওয়া পিউ এবার লাল-হলুদের হয়ে ব্লু ক্যাপস বেবি লিগে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলার সুযোগ পেয়েছে। তার এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার, প্রশিক্ষক এবং নবদ্বীপের ক্রীড়াপ্রেমীরা। পিউর বাবা আইসক্রিম বিক্রি করে সংসার চালান। সেই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করেই পাঁচ সদস্যের পরিবারের দিন কাটে। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও মেয়ের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসাকে কখনও বাধা দেননি বাবা-মা। বরং ছোটবেলা থেকেই পিউর প্রতিভা বুঝে তাঁকে নবদ্বীপের বিবেকানন্দ ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দেন। বর্তমানে নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী পিউ নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবল অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষক প্রদীপ পিউর কাছে শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটি আরও বড় স্বপ্ন দেখার প্রেরণা। পরিবারের বিশ্বাস, এই সুযোগই ভবিষ্যতে তাকে আরও বড় মঞ্চে পৌঁছে দেবে। আর নবদ্বীপের ক্রীড়ামহলের আশা, একদিন এই খুদে স্ট্রাইকারই হয়তো ভারতীয় ফুটবলে নিজের স্বাক্ষর রেখে আও অনেক মেয়ের স্বপ্নপুরণের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।

